শিরোনামহীন
আরেক
মানিকজোড়
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

শিরোনামহীন
আফের
মানিকজোড়

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

শিরনামহীন আফের, মানিকজোড়
প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর '৮৯

প্রকাশক : গ্রাম থিয়েটার প্রকাশনা প্রকল্প
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার
১১/১ খ, পুরানা পল্টন, ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদ : রেজাউল হায়দার

মুদ্রক : আজম শেখ, উত্তম প্রিন্টার্স
৪ ৪, আরামবাগ, ঢাকা—১০০০

মূল্য ২০ (বিশ) টাকা

আবু জাফর মহাম্মদ মহসিন

গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনে এবং
পাবনার সাংস্কৃতিক অংগনে
বয়সের সীমা অতিক্রম করে
যাঁর পদচারণা ছিল উচ্ছ্বল প্রাণবান
তাঁর স্মৃতি অম্লান হোক।

এ বছরে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার প্রকাশনা প্রকল্প কিছু নাটক প্রকাশে হাত দিয়েছে। উদ্দেশ্য, গ্রাম থিয়েটারের কর্মীদের কাছে কেন্দ্রীয় পর্ষদ মনোনীত নাটকগুলো সহজলভ্য করা। অন্যদিকে গ্রাম থিয়েটার কর্মী নাট্য-রচয়িতাদের উৎসাহ প্রদান করা।

বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পান্ডুলিপিসমূহ কেন্দ্রীয় পর্ষদের পান্ডুলিপি নির্বাচন পর্ষদ সংশোধন পরিবর্তন করে মঞ্চে অভিনয়ের অনুমতি দেয়।

নাটকগুলো বিভিন্ন সংগঠনে ইতোমধ্যে আদৃত হয়েছে। গ্রাম থিয়েটারের বিশেষত্ব লোকপুরাণ কেন্দ্রিক নাটকের মঞ্চায়ন। প্রকাশিত নাটকগুলোতে এই দেশ মাটি ও লোক জীবনের চিত্র বিধৃত।

ভবিষ্যতে গ্রাম থিয়েটারের নাটকগুলো আরো বেশী লোক আঙ্গিকের অনুবর্ত্তী হবে বলে আশা করি।

গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

নাসির উদ্দিন ইউসুফ
সভাপতি
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

সেলিম আল দীন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

নাটকের প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য কেন্দ্রীয় প্রকাশনা প্রকল্পের ঠিকানায় ২০ (বিশ) টাকা লেখক সম্মানী প্রেরণের অনুরোধ করা গেল।

শিরোনামহীন

চরিত্র :

অলক

আকাশ

সংঘর্ষ

দুলাল ভাই

রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ

অলক, সূর্য, আকাশ, তিন বন্ধু মফস্বল শহরের তিন রংবাজ। "মনের ও বাগানে ফুটিল ফুলেরে রসিক ভোমর আইল না" গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে।

অলক : ইয়াক্ (কুংফু স্টাইলে দর্শকের দিকে দাঁড়ায়ে মুখে শব্দ এবং অদৃশ্যে হাত চালায়। তারপর হেসে ওঠে) যা দেখালোনা—দারুণ।

সূর্য : সকালে মানে ভোর বেলায়, যখন ঘাসগুলো শিশিরে ভেজা, মৃদু মৃদু বাতাস, পূবের আকাশে কেবলি রং ছড়াচ্ছে, ঠিক তখন প্র্যাকটিস করবো। প্র্যাকটিস করলে কিনা হয়।

অলক : তুই করবি প্র্যাকটিস? হা-হা-হা!

সূর্য : কেন পারবো না?

অলক : পারবি তবে—

সূর্য : তবে?

আকাশ : হ্যাঁ, বল?

অলক : লোকে বলে রাম-রাবণে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন নাকি মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘুমাচ্ছিলো।

সূর্য : আমার ঘুম একটু বেশী, তাই বলে কুম্ভকর্ণ নয়।

আকাশ : চাকুর মারটা খেয়াল করেছিস?

অলক : মারাত্মক!

সূর্য : আহ্, ডেগারটার সেফ্ সাইজ যা সুন্দর—

আকাশ : আসলেই ওরকম একটা ছুরি যদি থাকতো।

অলক : এখানেই বসে পড়ি—মহিলা কলেজের ছুটি হবে হবে ভাব।

সূর্য : ধুর আর বসতে ইচ্ছে করেনা। এ পর্যন্ত একটা প্রেম করতে পারলাম না।

আকাশ : আসলেই জীবনটা কেমন যেন নিরামিষ হয়ে গেল। সিনেমার নায়কের মত শুধু মারপিট প্র্যাকটিস হচ্ছে, প্রেমের কিছুই হলো না।

অলক : ভয় পায়।

আকাশ : ভয়ের কি আছে, আমরা কি মানুষ না!

সূর্য : মেয়েদের কামনা একটু আলাদা রকম, বাড়ী, গাড়ী, সোনাদানা, রেডিও, টি, ভি এই আর কি।

আকাশ : যা বল্লি ওগুলো কিন্তু টাকা ছাড়া হয়না। টাকা হলে সব হয়।

অলক : তা অবশ্য ঠিক, ঐ যে সামাদ আলী, মহাজনী ব্যবসা, টাকার গরমে চকচকে আরেকটা বউ ম্যানেজ করে নিল।

আকাশ : কোন সামাদ?

সূর্য : তোর বড় ভোলা মন। ঐ যে বুকে ছুরি ধরে সাত হাজার ম্যানেজ হলো।

আকাশ : ও (অলক গাঁজা পকেট থেকে বের করে হাতে দলতে থাকে) বেশী করে বানাস।

অলক : খাঁটি দুধ খাওয়া দরকার, শুকনো টুকনো খাওয়া, শরীর শুকে গেলো।

(নেতার প্রবেশ সবাই বিব্রত হয়)

নেতা : তোরা এখানে, আমি তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আকাশ পাতাল।

সূর্য : এই, আমরা মানে (গাঁজা লুকিয়ে রাখে)

নেতা : কিরে কি লুকাচ্ছিস দেখি?

অলক : না মানে দুলাল ভাই কিছু—

নেতা : দেখি (নেতা এগিয়ে যায়—দেখে হেসে ওঠে) ও শুকনো। তা লুকাবার কি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে খাওয়াটা একটু বেশী পড়তো। আর ঐ বানানো টানানো বিরক্ত লাগে—ঠিক আছে বানা (বসে পড়ে)

সূর্য : বুঝলেন দুলাল ভাই—

নেতা : বল—

সূর্য : সিনেমা হলে ঢুকতে দেয় না, টিকিট চায়—।

আকাশ : বাধ্য হয়ে ছুরি বের করতে হলো।

নেতা : চেনেনা তোদের ?

আকাশ : চেনে তবুও—।

নেতা : ঠিক আছে আমি বলে দেবো। আমার পার্টির ছেলেরা সিনেমা দেখবে টিকিট কেটে ? সব ব্যাটা পুঁজি পতিদের ফাঁসিয়ে দেবো। সেদিন আর বেশী দূরে নয়। দে।

(গাঁজার কল্কে হাতে নেয়)

এই যে-আজ তোদের সাথে বসে নেশা করছি। (কলকেতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে) এর মধ্যে সাম্যবাদের মূলমন্ত্র নিহিত। আচ্ছা, আজকে জেলা বোর্ডে যে টেন্ডার ছিলো গিয়েছিলি ?

সূর্য : গিয়েছিলাম।

নেতা : কত টাকার টেন্ডার ?

অলক : দশ লাখ।

নেতা : কি কাজের ?

আকাশ : রাস্তা মেরামতের।

নেতা : কিছু পেয়েছিস ?

সূর্য : আর বলেন না, বহুত গ্যানজাম। তাও দুই শো টাকা পেয়েছি।

নেতা : মা-শা আল্লাহ। আমি চাই শুধু রাজনীতি নয়, তোরা এই ভাবে কিছু কিছু কামাই কর। আগামী পরশু পানি উন্নয়ন বোর্ডে একটা টেন্ডার আছে—যাস (সবাই গাঁজা খায়)

সূর্য : কি কাজের টেন্ডার ?

নেতা : বাঁধ নির্মাণ। হ্যাভি মারকাট। অবশ্যই যাবি। সব শালা পুঁজিপতিদের পকেট থেকে টাকা পয়সা কেড়ে আনতে হবে। আরেকটা কাজ করলেও করতে পারিস, হ্যাভি মানি।

সবাই : কি কাজ দুলাল ভাই ?

নেতা : ঈশ্বরদী টু পাবনা, পাবনা টু ঢাকা ইন্ডিয়ার শাড়ী, প্রসাধনী সোনা আর হেরোইন এধার-ওধার, হে-হে-হে আমি চাই

তোরা একটা কিছু করেনে—যাইরে (উঠে দাঁড়ায়) ও, যে কারণে তোদের খুঁজছিলাম, মিছিল করতে হবে। কেন্দ্র থেকে নির্দেশ এসেছে।

অলক : মিছিলের কারণ ?

নেতা : বোকার মত কথা বলিস, শুনলে হাসি পায়। যে দেশে অন্ন, বস্ত্র সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য পাগলা ঘোড়ার মত ছুটো ছুটি করে। যে দেশে প্রশাসন অর্থাৎ প্রহসনের মঞ্চ, আইনের নামে জুলুমবাজী, সে দেশে আবার মিছিলের কারণ. কেন্দ্রের আদেশ বুঝলি, মিছিল করতে হবে। আমাদের মিছিল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল।

আকাশ : সামনে আমার পরীক্ষা–বাড়ী থেকে সব সময় গালি দেয়।

নেতা : বাড়ীর কথা ছেড়ে দে। আমাকে দেখিসনে, আজ কত দিন বাড়ী ছাড়া। রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য সারা দেশটাই বাড়ী। (গেয়ে ওঠে) 'ও আমার দেশে মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' গানটা মাঝে মাঝে গাস, বাড়ীর মোহ কেটে যাবে।

সূর্য : কিন্তু সামনে যে আমার পরীক্ষা পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে।

নেতা : পড়াশুনা করে আজ কাল ভাল রেজাল্ট হয় না। তোরা আমাকে দেখ, কোন বার বেড়া, কোন বার আবদুলপুর থেকে পরীক্ষা দিলাম, ভাল রেজাল্ট হলো। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। শহরের কোথাও পরীক্ষা দিলে ভাল রেজাল্ট হয় না।

অলক : কি করা যায় তাহলে।

নেতা : সামনের বার তোরা সাতবাড়ীয়া থেকে পরীক্ষা দিবি—হ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব।

আকাশ : ফরম ফিলাপের টাকা ?

নেতা : রাজনৈতিক ক্যাডারের টাকা ভূতে যোগায়, ভুলে যাস কেন—তোরা কোন দলের ক্যাডার ? যাইরে পরে দেখা হবে। (প্রস্থান)

সূর্য : দুলাল ভাই এত ভাল করে কথা বলে।

অলক : কথার ফুল ফুটে।

(২)

(নেতা টেলিফোন করছে)

নেতা : হ্যালো, হ্যালো কে বলছেন? এটা কি জাতীয় বাম্বু পার্টি'র অফিস? আমি পাবনা থেকে বলছি—জেলা বাম্বু পার্টি'র সভাপতি। জ্বী-জ্বী আমি উনাকেই চাচ্ছি। দেন, দেন একটু। আচ্ছালামুয়ালাইকুম স্যার, স্যার এদিক তো আমি মিছিলের ব্যবস্থা করতে পারছিনা স্যার—স্যার অন্যান্য পার্টি ক্যাডারদের মাথা পিছু কিছু দেয় স্যার। নতুন দল স্যার, ছেলেরা উৎসাহ পাচ্ছেনা, স্যার আমার দলে শ পাঁচেক ছেলে আছে—জ্বী, জ্বী স্যার, চা সিগারেটের পয়সা দিলেও ম্যালা টাকা স্যার। মোকাবী ম্যানেজ করা সম্ভব নয়—পুরান পাগলেরাই ভাত পাচ্ছে না স্যার—স্যার লোকে বলে—কিছু পাঠাবেন? কত কত স্যার—জ্বী জ্বী, বিশ হাজার টাকা, আচ্ছা পাঠিয়ে দেন ম্যানেজ করে নেব। আজ নাইট কোচেই পাঠান—জ্বী জ্বী স্যার। আচ্ছালামুয়ালাইকুম............।

(আকাশ, অলক, সূর্য হন্তদন্ত প্রবেশ)

আকাশ : দুলাল ভাই—

নেতা : কি রে কিছু হয়েছে?

অলক : গোপন একটা সংবাদ পেলাম।

নেতা : কি সংবাদ?

সূর্য : মিছিলের কথা সবাইকে বলতে গিয়েছিলাম তো—

নেতা : তো তো করছিস কেন, কি হয়েছে তাই বল।

অলক : আমাদের মিছিল বানচাল করে দেবে ওরা—

নেতা : ওরা কারা?

সূর্য : পেট মোটা পার্টি'র ছেলেরা।

নেতা : কেন?

আকাশ : ওদের মিছিলেই তো ঢিল মেরেছিলাম।

নেতা : ক্যানো মেরেছিলি?

সূর্য : আপনিই তো বলেছিলেন ওরা পুঁজিবাদের প্রতিনিধি।

নেতা : অ, হ্যাঁ, ওদের রুখতে হবে। ওরা সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের প্রতিনিধি, ওরা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। শোন—

সূর্য : বলেন। (সবাই ঘন হয়)

নেতা : কাছে আয়, আরো কাছে আয়—বোমা বানাতে জানিস ?

সবাই : না তো !

নেতা : খুব সোজা, একেবারে পানির মত। ঠিক আছে কাল সকালে তোদের কয়েকটা বোমা বানিয়ে দেব।

অলক : বানানো শেখাবেন না !

নেতা : নিশ্চয়ই—তোদের না শেখালে কাদের শেখাব—কাল সকালে ওগুলো সঙ্গে থাকলে নো প্রবলেম বুঝলি।

সূর্য : যদি আমাদের কাছেই ফুটে যায়।

নেতা : আরে গর্দভ ওগুলো লাগলে কিছুই হয় না।

আকাশ : তবে ?

নেতা : একেবারে কামানের মত আওয়াজ, একটা ফুটলেই ব্যাস—চো চো করে ব্যাটারা পালানোর পথ খুঁজে পাবেনা।

আকাশ : পুলিসে ধরবে না ?

নেতা : পুলিশ। আশ্চর্য, রাজনীতির বলিষ্ঠ ক্যাডার তোরা পুলিশ দেখে ডরাস ! জেল খাটা, হাজতবাস এগুলো রাজনৈতিক কর্মীদের গৌরবের কথা।

অলক : না কোন দিন যাইনি, তো।

নেতা : একটা কথা আমি বলতে পারি—বাংলাদেশ বান্ধু পার্টি করতে গিয়ে যতবার পুলিশের হাতে ধরা পরবি, ততবার আমি ফুলের মালা দিয়ে তোদের বের করে আনবো। ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া এই বাংলাদেশের পুলিশকে কিভাবে ইলিশ মাছের মত মজাতে হয় তা আমি ভাল করেই জানি।

সূর্য : সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

নেতা : সামনে তোদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ দেবার কথা আমি ভাবছি, বলেও রেখেছি। এখন তোদের কাজ কর্মের উপর নির্ভর করছে।

আকাশ : যখন যা বলছেন তাই করছি।

নেতা : একটা কথা মনে রাখিস। আজকে যারা মন্ত্রী পরিষদে আছে, তারা সবাই একদিন তোদের মত সামান্য রাজনৈতিক কর্মী ছিল।

সূর্য : কিন্তু এখন তো মিলিটারী গভর্মেন্ট।

নেতা : ওরা দখল করে নিয়েছে। যেখানে রাজনৈতিক কর্মীর হাতে থাকে রাজদন্ড, সেখানে আজ উপনেবেশিক দলের দালালেরা পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা, আমার সোনার বাংলার সিংহাসন জুড়ে বসেছে। বাংলাদেশের গণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমার দেশের মানুষ মরে অনাহারে, ঘূর্ণিঝড়ে বিধস্ত হয় ঘর-বাড়ী, বন্যা, খরায় নষ্ট হয় ক্ষেতের ফসল অথচ আজকের এই স্বৈরাচারী সরকার—প্রতিদিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি করে, অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের বুকের রক্ত চুষে, এই স্বাধীন বাংলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে, করে সার্ক সম্মেলন, এশিয়ান গেমস্, মিনাবাজার অথচ—সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পায় না। বন্ধুগণ, আসুন আমরা বাংলাদেশ বাম্বু পার্টির ছত্র ছায়ায় প্রতিবাদ তুলি, পাগলা শাসন তুলে নাও, আমার হাতে ক্ষমতা দাও। অত্যাচারীর মুক্তি নাই, টাকা পয়সার ভাগ চাই। বন্ধুগণ, আপনারা মিছিল করুন, বজ্রকন্ঠে আওয়াজ তুলুন, আমরা আর কতকাল ভাতের অভাবে অনশন করবো। বাঙালী খাবার ভাত, মাছ দিতে হবে দিতে হবে। আমাদের মিছিলে যদি কেউ বাধা দেয়, বুঝবেন সে বাঙালী জাতির শত্রু। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, শত্রু বিনাশ করুন, বোমা মেরে তাদের হত্যা করুন, বাংলাদেশের ভাগীদার কমান।

(নেতা অলক, আকাশ, সূর্যকে নিয়ে মিছিল শুরু করে। আরো দু একজন তাতে অংশ নেয়।

এক পাশ থেকে মিছিল শুরু হয়। শ্লোগান দিতে দিতে ঘুরতে থাকে। অপর পার্শ্ব থেকে আরেকটা মিছিল পেট মোটা পার্টি জিন্দাবাদ বাম্বু পার্টি নিপাত যাক শ্লোগান দিয়ে সংঘর্ষে—লিপ্ত হয়। বোমা ফাটে)

(দ্রুত মঞ্চ ফাঁকা হয়)

নেতা, অলক, আকাশ, সূর্য প্রবেশ করে হাতে তরবারী, টাংগী ইত্যাদিসহ।

সূর্য : তোরা সবাই বাইরে দাঁড়া।

নেতা : রাজনীতি বলে কথা নয়, মিছিল করতে গিয়ে আমরা সবাই মার খেয়েছি। এত বড় স্পর্দ্ধা ওরা পেল কোথায় ?

আকাশ : প্রতিশোধ নিতেই হবে।

নেতা : অবশ্যই—এই মার খাওয়াতে মান সম্মান নষ্ট হয়েছে। আমরা যদি এই অপমানের শোধ না নিতে পারি, কেন্দ্রে আমাদের ঠাঁই হবে না। কিভাবে মুখ দেখাব সেখানে গিয়ে।

সূর্য : এখন কি করবো তাই বলুন।

নেতা : কি করবি বলে দিতে হবে বুঝতে পারিসনে ?

অলক : আমি মারামারি করতে পারবো না।

নেতা : ওকথা কাপুরুষের মুখে শোভা পায়। এর পর আমাদের পথে ঘাটে ধরে মারবে, যেখানে সেখানে অপমান করবে, গায়ে থুথু দেবে, সবাই জানবে আমরা কাপুরুষের দল।

আকাশ : না একটা কিছু করা দরকার।

নেতা : সাবাস। পুলিশ, কোর্ট-কাচারী দেখবো আমি। আর তোরা–যদি এর প্রতিকার করতে না পারিস, তবে বুঝবো তোরা সবাই বিশ্বাসঘাতক। একটা কিছু কর, যত অসুবিধা হয় দেখবো আমি।

সূর্য : তাহলে তোরা আয়, (মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় সবাই—বেলালকে তাড়া করে মঞ্চে পুনঃ প্রবেশ, এক সময় বেলালকে ঘিরে ফেলে, তারপর হত্যা করে)

(৩)

খুনের আসামী হিসাবে অলক, আকাশ, সূর্য পলাতক জীবন যাপন করছে।

আকাশ : আমার মন থেকে সরে না সেই ছবি, ছায়ার মত লেপ্টে থাকে, লেগে থাকে বুকের মধ্যে।

সূর্য : আসলেই মেরে ফেলাটা ঠিক হয় নাই।

অলক : কে জানতো যে মরে যাবে।

সূর্য : শালা মানুষ এত সহজেই মরে যায় ?

আকাশ : (চমকে উঠে) পুলিশের হুইসেল।

অলক : কই ?

সূর্য : ভাল করে কান পেতে শোন।

আকাশ : ভাবা যায় না আর কিছুই ভাবা যায় না।

সূর্য : চোখ থেকে সরে না সেই ছবি। আমরা কি পাষণ্ডই না হয়েছিলাম। মনে করে দেখ, বেলাল হাত জোড় করে ঐ সময় টুকুর মধ্যে কতবার যে বলেছে সূর্য, অলক, আকাশ তোদের পায়ে ধরি আমাকে জানে মারিস নে।

অলক : প্রথম ছুরি মারলাম ঠিক এই খানটা। (বুকের বাম পার্শ্ব দেখায়)

আকাশ : আমি তারপর, ঠিক পিঠের উপর, শিরদাড়ার হাড় ভেঙ্গে ঢুকে গেল ছুরির ফলাটা।

সূর্য : তারপর আমি, বেলাল মাটিতে পড়ে গেছে, অলক আর আকাশ ছুরি বের করার জন্য টানাটানি করছে—ঠিক তখন মারলাম, পাঁজরের ভিতরে সহজেই ঢুকে গেলো। ওদের ছুরির সাথে আমার ছুরির সংঘর্ষে ধাতব শব্দ ওঠে। বেলালের দেহের মধ্যে ছুরিতে ছুরিতে সংঘর্ষ হয়।

অলক : আমরা এত খারাপ ?

সূর্য : পালিয়ে থাকতে আর ভাল লাগেনা, অসহ্য !

আকাশ : বাড়ী-ঘর ছাড়তে হলো, ভাই-বোনদের কথা মনে পড়ে।

সূর্য : দিনে বেরুতে পারিনা, আমরা এখন অন্ধকারের জীব, যখন পৃথিবীটা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আমরা পৃথিবী দেখতে বেরুই—কিন্তু কেন ?

অলক : কেন ?

আকাশ : কেন, এসব আর ভাল লাগেনা।

(নেতার প্রবেশ ওদের ভাবনা ভেঙ্গে যায়)

নেতা : তোদের খুঁজে খুঁজে হয়রান। আজরাইলও তোদের খুঁজে

পারবেনা। এ অঞ্চলে আমিও একবার পালিয়ে ছিলাম। জরুরী সংবাদ আছে।

সূর্য : কি সংবাদ।

নেতা : আনন্দের সংবাদই বলতে পারিস, ঠিকঠাক করে এলাম, পুলিশ অফিসার আমাকে কথা দিয়েছে, ঢাকা থেকে টেলিফোনের ব্যবস্থা করেছি তোদের ব্যাপারে, আর ভয় নেই। নে সিগারেট খা।

আকাশ : দুলাল ভাই—

নেতা : হ্যাঁ বল—

আকাশ : আমরা ভুলতে পারছিনা।

নেতা : কি ?

আকাশ : খুনের ব্যাপারটা।

নেতা : ও আবার এমন কি–সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন তো, রাজনৈতিক কর্মীদের এসব অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। দেখিসনে, এই এখনো আমাদের দেশের বরেণ্য নেতারা এসেম্বেলিতে মারামারি করে, হাতাহাতি করে, কিছু না এসব আর একটা কথা হলো, শুধু তোদের কথা ভেবে একটা কাজ করলাম।

অলক : কি কাজ ?

নেতা : এই সরকারী দলে জয়েন করলাম।

সবাই : সরকারী দলে জয়েন করেছেন !

নেতা : ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে তোদের আর কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া বিরোধী দল করে আজকাল চলে না।

আকাশ : আমাদের এখনকার কি অবস্থা ?

নেতা : তোদের ব্যাপারে যোগাযোগ সব ঠিক আছে। এখন হাই কোর্টে আপিল করে কিছু টাকা পয়সার খরচ, তার সাথে উপর থেকে একটু প্রেসার দিয়ে বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করা।

অলক : টাকা পয়সা কোথায় পাব।

নেতা : আমি চেষ্টা করছি, তোরাও যদি এসব অঞ্চল থেকে কিছু ম্যানেজ করতে পারিস ভাল হয়।

সূর্য : কি ভাবে ?

নেতা : ভেবে চিন্তে দেখ কোন ভাবে ম্যানেজ করা যায় কিনা। আমি কাল ঢাকাতে যাচ্ছি, দেখি কতদূর কি করা যায়। খবরের কাগজে তো দেখছিস যারা দল বদল করে সরকারী দলে যাচ্ছে তারাই মন্ত্রী হচ্ছে। একবার মন্ত্রী হতে পারলেই ব্যাস। বিরোধী দল করে কোন লাভ আছে ?

সূর্য : কিন্তু আপনিতো লাভ লোকসানের কথা ভাবেন না—আপনি বলতেন, জনগণের মঙ্গলই আপনার মঙ্গল।

নেতা : আহা বুঝিসনা কেন ? জনগণের মঙ্গলের জন্যেও তো একটা ক্ষমতা দরকার। সেটা হাত করতে হবেনা। আমি মন্ত্রী হলে কি তোদের ফেলে দেব। একটা কিছু তো করে দিতে হবে।

আকাশ : কি করে দিবেন।

অলক : আমরা পড়াশুনা করতে পারি নাই।

সূর্য : আমাদের কোন যোগ্যতা নাই।

নেতা : সেই জন্য বলি তোমাদের মাথায় কিচ্ছু নেই। আমি তোদের বিদেশ পাঠিয়ে দেব। এখন শোন, আমি সরকারী দলে জয়েন করেছি, যেহেতু তোদের এখন বাঁচতে হবে, সেহেতু এখন থেকে সরকারী দলের পক্ষে জনসভা, মিছিল করতে হবে -তা না হলে উপর থেকে কোনরূপ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে না। পরে তোদের ডেকে নিয়ে যবো। আমি চল্লাম আর পারিসতো এসব অঞ্চল থেকে কিছু ম্যানেজ কর। (প্রস্থান)

সূর্য : ফাঁসি থেকে বাঁচার জন্য টাকার দরকার। দুলাল ভাই টাকা ম্যানেজ করতে বলে গেল কিন্তু কি ভাবে ?

আকাশ : আমার বাবার এমন কিছু নেই যা বিক্রি করে টাকা পাব।

অলক : আমারও তাই।

সূর্য : তবে ?

আকাশ : ডাকাতি করতে হবে।

সূর্য : ঐ কথাটাই দুলাল ভাই ইংগিতে বলে গেল। নেতা মানুষ সরাসরি কিছু বলেন না। ইস্ আগে বুঝতে পারি নাই।

অলক : কি ?

সূর্য : দুলাল ভাই রাজনীতির ব্যবসা করে।

আকাশ : আমরা কি তার ব্যবসার সামগ্রী ?

সূর্য : হ্যাঁ- মানুষের মঙ্গলের কথা বলে, দেশের মঙ্গলের কথা বলে তারা আমাদের ব্যবহার করে।

অলক : কি চায় ওরা ?

আকাশ : টাকা চায়, ক্ষমতা চায়।

সূর্য : বড় ভাইকে দেখতাম, আপন মনে গান গাইতে, ছবি আঁকতে, কোন দিন মিছিলে যায়নি, রাজনীতি করেনি তবুও স্বাধীনতা যুদ্ধে গেল।

আকাশ : কেন ?

সূর্য : মা বলেছিলো দেশের জন্য যুদ্ধে যা। কি বুঝেছিল বড় ভাই, যুদ্ধে গেল দেশ স্বাধীন হলো, বড় ভাই আর এলোনা।

আকাশ : আমার একটা প্রশ্ন, রাজনীতির অর্থ কি পালিয়ে বেড়ানো ?

অলক : রাজনীতির অর্থ কি খুন রাহাজানী ?

সূর্য : না।

আকাশ : তবে কেন আমরা করি।

সূর্য : কেন আমাদের ব্যবহার করা হয় ?

আকাশ : কেন আমরা ব্যবহার হই ?

সূর্য : কৈশোরের প্রথমে আমরা দেশকে ভালবাসি—নেতারা আমাদের সাথে প্রতারণা করে।

অলক : স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দলমত নির্বিশেষে যুদ্ধ করেছিলো সবাই, এই ঐক্য কেন ভেঙ্গে গেল ?

আকাশ : নেতাদের মধ্যে কেন এত গোলযোগ ? সুগঠিত রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ সবাই গলা ছেড়ে একই কথা বলে জনগণের সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দাও।

সূর্য : এত বেশী একা আমরা, এত বেশী একা।

অলক : ওরা রাজনীতি করে রাজা হবার জন্য, আমরা নষ্ট হয়ে যাই তাতে।

আকাশ : আমাদের পড়াশুনা নষ্ট হয়।

সূর্য : আমরা জেল খাটি।

অলক : আমরা মারা যাই।

সূর্য : এইভাবেই আমাদের জীবন নষ্ট হয়।

সবাই : হ্যাঁ, এই ভাবেই আমাদের জীবন নষ্ট হয়।

সূর্য : আমরা নষ্ট হয়ে যাই, কিন্তু দেশের মঙ্গল হয়না, মানুষের কল্যাণ হয় না।

আকাশ : কেন হয়না ?

সূর্য : সেই বুড়োর গল্প, ছোট বেলায় যা পড়েছিলাম।

অলক : কোন গল্প।

সূর্য : এক জ্ঞানী বুড়োর সাতটি ছেলে ছিলো। তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে গোলযোগ করতো, বুড়ো ভাবলো, তার মৃত্যুর পর ছেলেরা যদি এভাবে গোলযোগ করতেই থাকে, তাহলে তার পরিণতি হবে খুব খারাপ। অনেক ভাবনা চিন্তার পর সেই জ্ঞানী বুড়ো একদিন সকল ছেলেকে ডাকলো এবং সবার হাতে একটি করে বাঁশের চিকন কঞ্চি দিয়ে বললো এটা ভেঙ্গে ফেলতো। তারা সহজেই ভেঙ্গে ফেললো। তারপর সেই বুড়ো সাতটি কঞ্চি এক সাথে আটি বেঁধে এক এক করে সবার হাতে দিল এবং বললো ভেঙ্গে ফেলতে কিন্তু কেউ তা ভাঙ্গতে পারলো না। তখন জ্ঞানী বুড়ো সবাইকে বুঝালো তোমরা এক একজন একটি বাঁশের কঞ্চির মতো দূর্বল, সহজেই বাঁকানো যায় ভেঙ্গে ফেলা যায়; অথচ তোমরা যদি এই আটি বাঁধা কঞ্চির মত একত্রিত থাকো, তবে তোমরা চরম শক্তিশালী। এক সাথে যে কোন অসুবিধা, বিপদ আপদের মোকাবেলা করতে পারবে।

আকাশ : যেমন আমাদের স্বাধীনতা অর্জন।

সূর্য : হ্যাঁ।

অলক : তাহলে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড কোনদিনই ফলবতী হবে না ?

আকাশ : না। কারণ আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন, সবাই দূর্বল।

সূর্য : আমাদের কর্মকান্ড ব্যাহত হয়ে যাবে ?

অলক : আর আমাদের নেতা—নেতার কি হবে ?

সূর্য : সে আরেক গল্প—

অলক : কোন গল্প ?

সূর্য : সেই মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প।

আকাশ : শোনাও সেই গল্প আমরা নূতন করে শুনতে চাই।

সূর্য : এক মিথ্যাবাদী রাখাল মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠতো বাঘ, বাঘ—আমাকে বাঘে ধরেছে কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও। মাঠের কৃষকরা ভাবতো, সত্যি বোধহয় রাখালটা বিপদে পড়েছে। সবাই ছুটে যেত তার কাছে। আর তখন আপন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে হেসে গড়িয়ে পড়তো রাখাল। ছুটে আসা কৃষকদের বলতো সত্যি সত্যি বাঘ আসেনি। এমনি সে মশকরা করছে। এমনিভাবে একদিন, দুইদিন, তিনদিন, প্রতিদিন সেই দুষ্ট রাখাল কৃষকদের সাথে মশকরা করে, তারপর একদিন সত্যি সত্যি বাঘ আসলো—রাখাল প্রাণ ভয়ে চিৎকার করলো। সে চিৎকারের প্রতিধ্বনি উঠলো আকাশে বাতাসে, মাঠের কৃষকেরা কান পেতে তা শুনলো। সে চিৎকারে তারা হাসাহাসি করলো এবং বললো পাঁজি রাখালটা আজও মশকরা করছে।

অলক : কি লাভ ওদের ?

সূর্য : এমনিভাবে বিশ্বাসী জনগণের মাথায় পা রেখে ওরা উপরে উঠে যায়।

আকাশ : সেতো আমাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করছে।

অলক : আর কতদিন।

সূর্য : যতদিন আমরা পুরোপুরি নষ্ট না হই। ওরা আমাদের ব্যবহার করছে। জেনারেশনের পর জেনারেশন ব্যবহার করবে। এদেশের প্রতিটি মানুষ নষ্ট হয়ে যাবে।

আকাশ : তবুও নেতা যেখানে কর্মী সেখানে।

সূর্য : সেটা বিবেচনার প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরেই এদেশে ব্যাঙের ছাতার মত রাজনীতির দল গড়ে উঠেছে, কোন

লোভে, কোন স্বার্থে। মিথ্যে আস্ফালন ছাড়া কি আছে এদের। এদেশে রাতারাতি দল হয়, রাতারাতি রাজা হয়— রাতারাতি নেতা হয়।

অলক : তাহলে ?

সূর্য : নেতা হবে কর্মীর মধ্যে থেকে। যারা মিছিল করে, শ্লোগান দেয়, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে জাতির কল্যাণে সরাসরি সংগ্রামে আসে, তার মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচন করবে কর্মীরা। আমরা ভূয়া নেতাকে মানিনা।

আকাশ : আমরা কি করবো এখন ?

সূর্য : আমরা সবাইকে বলবো, আপনারা হাতে হাত মিলান, মুক্তি-যুদ্ধের সময় যেমন হাত মিলিয়েছিলেন। আপনাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের টান পড়নে আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। এদেশের মঙ্গ-লের জন্য, লাখো শহীদের আত্মার শান্তির জন্য, আপনাদের সন্তান ও ছোট ভাইদের মঙ্গলের জন্য, হে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, হে স্বাধীন দেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, আমাদের হাতে সুস্থ রাজনীতির আদর্শ দিন।

সমবেত : আমাদের হাতে সুস্থ রাজনীতির আদর্শ দিন, আমাদের হাতে সুস্থ রাজনীতির আদর্শ দিন, আমাদের হাতে সুস্থ রাজনীতির আদর্শ দিন।

মানিকজোড়

চরিত্র :

চেয়ারম্যান

মেম্বর

লখাই

খোদাবক্স

দেলবার

গ্রামবাসী

(গ্রামীণ পরিবেশে চেয়ারম্যান ও মেম্বর সিনেমার নায়ক নায়িকার মত গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে।)

আমরা চেয়ারম্যান, মেম্বর ভাই
বাংলাদেশে বসত করি
আপনাদের ভাই॥
আমি চেয়ারম্যান, আমি মেম্বর
দিগম্বর, দিগম্বর
আমরা মইশা জোঁকের মত মানুষের
রক্ত চুইযা খাই॥
আমি নায়ক,
হেই, আমি নায়ক
চোপ বেটা, আমি নায়ক
দূরবেটা আমি ম্যানছাওয়াল
হোর, ম্যানছাওয়াল আমি
গন্ডগোল সব মুখেমুখে
কোন বিভেদ নাই॥
আমি চেয়ারম্যান, আমি মেম্বর
দিগম্বর, দিগম্বর
আমাদেরই ঠেলায় দেশটা
করে লড়বড়॥

(হঠাৎ গাননাচ থেমে যায়—কারো আগমনে তারা দুজনেই উৎসুক হয়ে ওঠে। লখাই একটি দরখাস্ত হাতে প্রবেশ করে)

চেয়ারম্যান : কিডা গো তুমি আঁহ—?

মেম্বর : কি চাও ?

লখাই : একটা আরজী আছে।

চেয়ারম্যান : কিসির আরজী ?

মেম্বর : ভাঙ্গে কও, আগে শুনি—তারপর দেহি হয় কিনা মরজি।

চেয়ারম্যান : কও কও।

মেম্বর : ময়না পকির মতন ইটুু সুর করে কয়ে—

লখাই : আপনেরা যদি এই দরখাস্তে সই দেন, তালি বিষ পাওয়া যায়—

চেয়ারম্যান : বিষ। খাবে নেহি ? তা আজকাল যে বিষ পাওয়া যায় তা খায়ে মানুষ মরে না, তারচায় এক কাম করো—ফাঁসী লেও—

মেম্বর : হু হু ভালো বুদ্ধি—ফাঁসী লিয়ে মরো। আচ্ছা চেয়ারম্যান সাব, ও যদি মরে তালি আমগেরে কি লাভ ?

চেয়ারম্যান : ক্যা, কেস হবিনি, মামলা হবিনি, কোটকাছারী টাহা পয়সা হেহেহে—তুমি বোঝো নাই। এই শোন, তুমি আজই ফাঁসী লিয়ে মরো এ্যা—আমার তো চেয়ারম্যান হতি মেলা টাহা পয়সা খরচ—

লখাই : কিযে কন আপনেরা—আমার ধানের ক্ষ্যাতে পোহা লাগেছে ইটুু বিষ দরকার।

মেম্বর : তালি তোমার ধানের ক্ষ্যাতের পোহাগুলেক ফাঁসী দিয়ে মারো, আমরা তোমার বিরুদ্ধে এটা মামলা চড়ায়া দেই—

লখাই : পাগলের মতন কিযে কন আপনেরা—এহেনে এটা সই দেন, চলে যাই—

চেয়ারম্যান : পাঁচটা টাহা দেও—

লখাই : টাহা। কি কামে ?

চেয়ারম্যান : সই করার দাম।

মেম্বর : দরখাস্ত আমার কাছে দেও—কি লেহিছ্যাও দেহি আগে—(দরখাস্ত নিয়ে উল্টো করে ধরে)

চেয়ারম্যান : (থাবা মেরে কেড়ে নেয়) হেই বেটা, উল্টো হয়ে ধরে—জাত গেল—তুমি কি লেহাপড়া জানো যে পড়বে—আমি পড়ি শোন-ব-র-বর ব-র-ব-র-চ একার—দেও, পাঁচটা টাহা দেও আগে—

মেম্বর : হোর পাঁচ টাহা-আমাক তিন টাহা দেও-আমি সই করে দেই-

চেয়ারম্যান : এ কি কয়রে আমি হলাম চিয়ারম্যানি-টাহা বাই করো-
ঢের দূর যাব, শালিশ আছে বড় টাহার কাম—

মেম্বর : হোর, সব জাগায়ই টাহা, টাহা-আমাক তিন টাহা দেও আমি
সইডা হরে দেই- (মেম্বর কলম বের করে এগিয়ে আসে)

লখাই : একি কথা কয়-সই করতি আবার টাহা লাগে নেহি-

চেয়ারম্যান : টাহা নাই সই নাই, উকিল মোক্তারের ফিস দিতি বাদেনা-
চিয়ারম্যানের ফিস দিতি বাদে-যাও ভাগো- (দরখাস্ত ফেলে
দেয়)

মেম্বর : (দরখাস্ত কুড়িয়ে নেয়) আচ্ছা যাও, আমাক দুই টাহা দেও—

চেয়ারম্যান : কি ? আমার সামনেই-আমি তিন টাহায় রাজী-দেও টাহা—

লখাই : একি যন্তনারে আল্লা—

মেম্বর : যাও আরো এক টাহা কুমা দিলেম-এক টাহা দেও—

চেয়ারম্যান : একটাহা ? দুই টাহা—

মেম্বর : এক টাহা—

চেয়ারম্যান : দেড় টাহা—

মেম্বর : আটআনা—

চেয়ারম্যান : এক টাহা—

মেম্বর : চার আনা—

চেয়ারম্যান : হোর দ্যাও তো—(হাতাহাতিতে দরখাস্ত ছিঁড়ে যায়)

(২)

(চেয়ারম্যান, মেম্বর কাপড় বাঁচায়ে চলছে নীচে যেন
বানের পানি।)

চেয়ারম্যান : আহাহাহা, পানিরে পানি তোর মতলব জানি—

মেম্বর : শাবানার গায়েন—

চেয়ারম্যান : চোপ বেন্দপ, আহা আমার সোনার ধান, জানের জান, ধরে
মারলো হেঁচকা টান, পানিরে পানি তোর মতলব জানি।
আহাহাহা আমার সোনার ধান নিতল হয়া গেল।

মেম্বর : ধান যায় যাক চেয়ারম্যান সাব, গম আসতেছে, খাজুর আসতেছে, উটির গোশতো আসতেছে,

চেয়ারম্যান : যেদিন ভোটাভোটি হয়, ঘরে খিল দিয়ে কাঁনতেছিলাম, আল্লা, আল্লারে এই যে হাজার হাজার টাহা খরচ করে চেয়ারম্যানে খাড়ালাম আল্লা, ইটু বিবসার আশায়, রোজ-গারের আশায়, আল্লা তুমি আমার দুই হাতে তোমার রহমতের মদ্দিতিন সামান্য এক চিমটে রহমত আমাকে ভিক্ষে দিও, রিলিফ দিও আল্লা—। আল্লা দেছে, বান ডাহেছে, ধান ডোবেছে—গেছে গেছে—এখন আমার গমের বিবসাডা ভালো হলিই মিটে গেল—কি কও—(মেম্বর লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খায়) কি খাও, অম্বে হরে কি খাও— ?

মেম্বর : খাজুর

চেয়ারম্যান : খাজুর ?

মেম্বর : হয়, আজ পনেরদিন তো আমি ভাতই খাইনে—

চেয়ারম্যান : ক্যা ?

মেম্বর : দ্যাশের মানুষ ভাত খায়না—আমি কেম্বে হরে খাই–রিলি-ফের খাজুর খায়াই আছি। আহ্, উহ্—আ–আ—উ—উ(পেট ধরে বসে পড়ে)

চেয়ারম্যান : কি হলে, কি হলে তোমার এ্যা ?

মেম্বর : (উঠে) চিয়ারম্যানসাব আপনে ইটু দাঁড়ান (যেতে থাকে)

চেয়ারম্যান : কোনে যাও—অম্বে করো ক্যা ?

মেম্বর : পাটের ক্ষ্যাতেরতিন ইটু আসি, আপনে খাড়ান–উ—উ—উ।

চেয়ারম্যান : কি কামে—

মেম্বর : পাট কত বড় হয়ছে এটু দেহে আসি—উ—

চেয়ারম্যান : আমি আসি—?

মেম্বর : না—না–আপনে আসপেননা—

চেয়ারম্যান : না আসি—

মেম্বর ঃ না, আসপেনন্না—আপনে খাড়া থাহেন—উ—উ— (দৌড়ে যায়)

চেয়ারম্যান ঃ হে—হেহে—হে—তহনই কইছিলাম খাজুর বেশী খায়েনা—শালা খাজুর খায়ছে—। আগে ছিলে সিঁদেল চোর, খোন্তা মার্কায় ভোটে খাড়ায়া মেম্বার হয়ছে। চুরি করে খাবু খা, আমরাও তো চুরি চামারি করে খাই—চিয়ারম্যান হয়া বড় বিবসাদার হইছি—খাইদাই সব সব হজম হয়া যায়। খালি চুরি করে খালিই হবিনা পেটের কল কব্জায় হজম করার শক্তি থাকা লাগে—এই যে আমার প্যাট, আল্লার মর্জি কত কিছু হজম করে দিলাম—কি গো হয়ছে ? (মেম্বর আসে)

(৩)

গ্রামের দুজন লোক পথের পাশে একটি পিতলের জগ ও একটি বদনা নিয়ে বিক্রির আশায় বসে আসে। সে পথ দিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বর যাচ্ছে—তারা দরদাম করে।

চেয়ারম্যান ঃ বেচপি নেহি ?

লখাই ঃ জেব।

চেয়ারম্যান ঃ আমার কেনার ইচ্ছে নাই—মেম্বর কি লিবে ?

মেম্বর ঃ দরদাম করেন দেহি কি করা যায়।

চেয়ারম্যান ঃ কত চাসরে— ?

লখাই ঃ ঠেকায় পড়ে বেচতিছি—দয়া করে যা দেন—

চেয়ারম্যান ঃ দয়ার কতা যদি কস বেচাকিনা থাক, দুঃখি পড়িছিস, দেখতিছি, 'এহন দয়া করে চার আনা আট আনা যা পারি দিয়ে যাই।

খোদাবক্স ঃ ঐ রহম দয়া আমরা চাচ্ছিনে।

মেম্বর ঃ কি রহম দয়া চাচ্ছেও ?

খোদাবক্স ঃ দয়া করে ল্যায্য দাম দিবেন।

চেয়ারম্যান ঃ অল্যায্য দামে কি আমরা লেবোনে—নাকি তুমিই দিবেনে ?

লখাই ঃ উয়্যার কতা বাদ দেন, দাম কন।

মেম্বর : জগটা লিবের পারি পাঁচ টাহা দাম—

খোদাবক্স : বাদ দেও বাই, জিনিষ বেচাকিনা লয় কুদ্‌রকি—

চেয়ারম্যান : ও তো ছাওয়ালের নাম থ্‌লে, এহন কাপড়চোপড় পরাও।

খোদাবক্স : সত্তর টাহা সের পিতল, এ জগে নাহলিও দেড় সের পিতল আছে—দ্যাহেন ওজন করে—তারি দাম কন মোটে পাঁচ টাহা!

চেয়ারম্যান : আরে বাপ্‌রে, এ দেখতিছি ভেজাল পিতল—দেড় সের ওজন হলিও তার মদ্দি ভেজাল আছে এক সের। তা যাগগে, জগ আর বদনাডা টাহা বিশেক দ্যাও তো আমিই লেই। কিরে লখাই দিব্‌ নেহি?

লখাই : আর কিছু বাড়া দেন গা—

চেয়ারম্যান : নারে বাপ্‌রে আর পারবোননে—

লখাই : দেনগা আর কিছু—

মেম্বর : যদি আর একটা টেয়া পয়সা বেশি চাও, আমরা লিবের পারবোননে।

খোদাবক্স : থ্‌য়ে দেও বাই উনারা কিনার খদ্দের লয়—পরশুদিন হাট আছে বেচে থ্‌য়ে আসপোনে।

লখাই : আজ কি খাব্‌নি। বাড়ীৎ সগলে পথ চায়া বসে রয়ছে। খাওয়ার যদি কিছু না লিয়ে যাবের পারি—কি দিয়ে বুঝ দিব্‌নি ক'—চুপ করে গেলু ক্যা— ?

খোদাবক্স : কওয়ার কিছু নাই বাই, মাঠের রং যেহন যেম্বা, চাষার মনের রং সেহন সেম্বা—সবুজ হলি সবুজ, সোনা রং ধরলি সোনা বরণ, এহন তো মাঠের রং নাই, আছে বানের ঘোলা পানি, কওয়ার কিছু নাই বাই।

লখাই : তালি চুপ থাক—টাহা দেন চেয়ারম্যানসাব।

মেম্বর : টাহা দেন, নাকি আমি লেবো।

চেয়ারম্যান : আহা—দরদাম করলাম আমি, আর উনি লেয়—এই লেও, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,—আর পাঁচ—আরো পাঁচ—(টাকা নেয়) শোন মাঠ ঘাট শুকে যাক, ব্যাংকের তিন লোন তুলে

দেবোনে, আমার দোস্ত লোক ম্যানেজার আছে—চার হাজার টাহা তুলতি হাজারখানেক টাহা খয়খরচা লাগবিনি—

মেম্বর : এই শোন (কিছুটা ফাঁকে নিয়ে যায়) আমার কাছে যদি যাও, লোন খুব তাড়াতাড়ি তুলে দেবোনে-খরচ লাগবিনি পাঁচশও টাহা—খুব সস্তায় সাড়ে দেবোনে—লে, একটা খাজুর খা,

(লখাই খোদাবক্স চলে যায়)

চেয়ারম্যান : কি কও অমে্ব করে ?

মেম্বর : অ, কলাম উটির গোশতের সাথে আরেকটা জিনিয আরবেত্তিন আয়ছে—

চেয়ারম্যান : কি আয়ছে ?

মেম্বর : ক্যা আপনে শোনেন নাই ?

চেয়ারম্যান : না শুনি নাই—খালি শুনিছি গোশতো আসে-গেছে—তাই—(পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো কিছু দেখায়) কিনে রাহিছি—দাম বাড়ে যাবার পারে—

মেম্বর : ও কি ?

চেয়ারম্যান : তোমার তা আগে কও—

মেম্বর : না আগে আপনেই কন—

চেয়ারম্যান : না তুমিই আগে কও—

মেম্বর : ক'বো—আপনে কবেননেতো—

চেয়ারম্যান : ক'বোনে কও—

মেম্বর : গোশতের সাতে সাতে আরবেরতিন মাছি আয়ছে—

চেয়ারম্যান : মাছি।

মেম্বর : হয় চেয়ারম্যান সাব—হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি—মন কয় দেশটাই শালার মরা পচা গরু, পচা দুম্বা, পচা উট, মানবির ময়লাগাড়ি—

চেয়ারম্যান : ওয়াক থু—বমি আসে তোমার কথা শুনে থামো—দাঁড়াও পান খায়ে লেই—

মেম্বর : তে কন আপনের কাগজে জড়ানে কি ?

চেয়ারম্যান : চারডে গরম মশল্লা—উটির গোশতো আসে গেছে—দাম বাড়ে যাবিনি, তাই কিনে রাহিছি—

(দেলবার প্রবেশ করে)

দেলবার : চেয়ারম্যানসাব, রিলিফির গম আসে গেছে—

মেম্বর : (আগেই যেতে থাকে) গম আসতেছে—

চেয়ারম্যান : আমি চেয়ারম্যান আমি আগে যাবো—

মেম্বর : আমি আগে যাবো। (আগে যাওয়া নিয়ে টানাহেচড়া চলে)

(৪)

চেয়ারম্যান ও মেম্বর উভয়ে গমের বস্তা মাথায় নিয়ে অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে চলছে। গমের বস্তা নামায়। হাঁফায়।

মেম্বর : হারে শালার ঘুটঘুটে আঁধাররে—

চেয়ারম্যান : ঘাড়ডা শালার ব্যাথা হয়া গেছে।

মেম্বর : আমার নীলদাঁড়ার কব্জা ছুটে গেছে। ওহ্ (সুর করে) ও আমি ক্যানবা হইছিলাম মেম্বররে, ভালো হতো হতাম যদি গরু রে—

চেয়ারম্যান : থামো, চিয়ারম্যান হতি আমার যা টাহা পয়সা খরচ হয়েছে—বানের পানি যদি বাড়ে তালি টাহা পয়সা উঠতি পারে। আসো, ইটু এহেনে আসো—

মেম্বর : ক্যা, কি কামে ? আমার লড়ব্যার মন কচ্ছেনা।

চেয়ারম্যান : মন কি কচ্ছে ?

মেম্বর : মন কচ্ছে এই গমের বস্তার পর শুয়ে ঘোম পারি আর খাজুর খাই—

চেয়ারম্যান : আল্লা যদি রহম করে, তালি গমের বস্তার পর শুয়ে উটির ঠ্যাং খায়েনে—এহন আসো।

মেম্বর : কি কামে আগে তাই কন—।

চেয়ারম্যান : নাচ।

মেম্বর : নাচপোক্যা ?

চেয়ারম্যান : যাতে আরো পানি বাড়ে আসো, (জোর করে তোলে) দেশ গিরাম ভাসে যাক,, মানুষজন ভাসে যাক। আসো নাচি—ও পানিরে পানি। তোর মতলব জানি/দেশ গিরাম, মানুষ গরু ভাসা লিয়ে যা——————(তারা নেচে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মেম্বর তার গমের বস্তা খুলে তার থেকে মুঠি মুঠি কাঁচা গম খেতে থাকে) ও মেম্বর, ও কি করো, প্যাট খারাপ করে ফেলবিনে—রাহো—

মেম্বর : খিদে লাগছে খায়ে লেই—। চেয়ারম্যান সাব আরবের খাজুর আর কাঁচা গম তো খাতি ভালোই লাগে।

চেয়ারম্যান : তাই নেহি—দেও তো চারডে খায়া দেহি—দেও দুডে খাজুরে দেও—

মেম্বর : আল্লাদ।

চেয়ারম্যান : কি ?

মেম্বর : নিজির পহেট ভরা খাজুর-আর আমার কাছে আল্লাদ করে।

চেয়ারম্যান : অ, তে গমই ইটু দেও।

মেম্বর : নিজির বস্তা খোলেন।

চেয়ার— : (নিজের বস্তা খুলে খেজুর আর গম চিবুতে থাকে) বাহ্ ফাছকিলাস, ইয়ে দিয়ে তো মাছের চার বানালি বালোই মাছ ধরবি।

মেম্বর : চেয়ারম্যান সাব—

চেয়ারম্যান : ওহ—

মেম্বর : এ গম বলে আমীর খাঁর—

চেয়ারম্যান : আমীর খাঁর— ? কোন আমীর খাঁর ? ওহো—হা—হা—হা শালার নাদান—আমীর খাঁর লয়হে—

মেম্বর : তে কার— ?

চেয়ারম্যান : আমেরিকার—আমেরিকা। গম চারডে পকটে থুয়ে চল খাতি খাতি যাই।

মেম্বর : হহু, চলেন যাই—ও চেয়ারম্যান সাব, ঐ বানরের ভাগেগুন চারডে চুরি হরি লেন—

চেয়ারম্যান : কোন বানর—

মেম্বর : ও যে যে বানরেক ঘন ঘন সার সার করেন—

চেয়ারম্যান : না, পয়লা বছরডা যাক। লেও লেও মাথায় তোল। মানষি দেখলি আবার ফেলা থুয়ে দৌড় দেওয়া লাগবিনি।

মেম্বর : ওরে গম ——— (দুইজনে মাথায় তোলে বহু কষ্টে) চেয়ারম্যান সাব—

চেয়ারম্যান : ওহ—

মেম্বর : সামনে যে বানের পানি—কাপড় তোলা লাগে—

চেয়ারম্যান : হয়, এহন কাছামারি কেমে ? এক কাম কর আমার কাছা তুমি—

মেম্বর : আর আমার কাছা আপনে—খাড়ান—আপনের কাছা আমি আর আমার কাছা আপনে—(বস্তা মাথায় থাকা অবস্থায় মেম্বর চেয়ারম্যানের পিছনে যায়, চেয়ারম্যান শরীর বাঁকিয়ে নিজের কাছা মেম্বরকে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মেম্বর চেষ্টা করে ধরতে, কিন্তু মেম্বর তার মাথার বোঝার টাল সামলাতে না পেরে চেয়ারম্যান সহ ভূপাতিত হয়।)

(৫)

(আধা বস্তা গম নিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বর রিলিফ বণ্টনে বেশ ব্যস্ত। পাশে রিলিফ নেয়ার বিরাট এক লাইন। চেয়ারম্যান শুধু ঘাম মোছে—মেম্বর হাঁকডাক করে।)

মেম্বর : হেই, ঐ হ্যানে খাড়াও—লাইন বাঁধে খাড়াও—এ শালার বাঙালরা লাইনও চেনোনা।

চেয়ারম্যান : লাইন যদি ভাঙ্গিছেও—

মেম্বর : গম হ্যা গমের গ'ও পাবেননে—

চেয়ারম্যান : এই তুমি আসো আগে—পয়লা—আসো— (খোদাবক্স এগিয়ে আসে) নাম কি ?

খোদাবক্স : খোদাবক্স—

মেম্বর : খোদা বাকসো—হেহ—

চেয়ারম্যান : বাপের নাম ?

খোদাবক্স : কার— ?

চেয়ারম্যান : তোমার—

খোদাবক্স : লইমদ্দি, দাদার নাম মনা সেখ, পোরদাদার নাম ধনা সেখ রিলিফ দিবেন তো দেন চলে যাই—

চেয়ারম্যান : মেম্বর ?

মেম্বর : এক নম্বরের বেদ্দপ—চারডে দিয়ে দেন চলে যাক।

চেয়ারম্যান : (চেয়ারম্যান বাটিতে করে বস্তা থেকে গম তোলে এবং খোদাবকস গলার গামছাকে দুই হাতে বিস্তার করে এগিয়ে যায়) মেম্বর, কম হলোনা বেশী হলো দ্যাহোতো—

মেম্বর : (বাটি ভরা গম দেখে) ওরে আল্লা, কমান, কমান— (চেয়ারম্যান মেম্বরের কথায় ঠলকে ঠলকে কমাতে থাকে)

চেয়ারম্যান : এই—

মেম্বর : না

চেয়ারম্যান : এই—

মেম্বর : না—

চেয়ারম্যান : এই—

মেম্বর : না—(খোদাবকস গমের পরিমাণ দেখে গামছা দেয়।)

চেয়ারম্যান : এই—

মেম্বর : আচ্ছা দেন—

চেয়ারম্যান : লেও ধরো—(খোদবকস হাতের মুঠিতে গম নেয়)

চেয়ারম্যান : বড় খাটনীর কাম—ঘামে গিছি—একটা খাজুর খায়ে লেই—

মেম্বর : আঁটিডা ফেলা দিবেন না—

চেয়ারম্যান : ক্যা, খাজুর গাছ লাগাবে নেহি—

মেম্বর : না পান দিয়ে আবার খাওয়া যাবিনি— (তারা খেজুর খেতে থাকে) অতো গবগবা খাবেননা না— শকুয়ের খাওয়ার মতন দেহা যাচ্ছে—

চেয়ারম্যান : কত বড় বড় শুয়রের হজম করে দিলেম এতো ছোট শুয়রের—

খেদাবকস : চিয়ারম্যান সাব এই লেন আপনের গম—(মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে চলে যায়)

চেয়ারম্যান : চোহিদার চোহিদার—

মেম্বর : তাক তো ব্যপারীর কাছে পাঠাইছেন—

চেয়ারম্যান : অঃ তারপর কিডা—(দেলবার এগিয়ে আসে) বাপদাদার নাম কও—

দেলবার : আমার নাম দেলবার—

চেয়ারম্যান : বাপদাদার নাম কও—

মেম্বর : তাড়াতাড়ি, চেয়ারম্যান সাব নিজি হাতে তোগরে খেদমত করতেছে—

দেলবার : বাপের নাম কালু পরামানিক, দাদার নাম ধলু পরামানিক—না ভুল হয়া গেছে— বাপের নাম ধলু পরামানিক, দাদার নাম কালু পরামানিক—

চেয়ারম্যান : জমি কয় বিঘে ডোবেছে—

দেলবার : সব ডুবে গেছে—

চেয়ারম্যান : ধান যদি সব ডুবে যায়—গম দিলি গমও ডুবে যাবি তাইনা মেম্বর—

মেম্বর : জেব জেব— চেয়ারম্যানসাব—ঐ দ্যাহেন—

চেয়ারম্যান : কি?

মেম্বর : জলপরী—বানে ভাসে আপনের কাছে রিলিফ নিবের আয়ছে—

চেয়ারম্যান : নজরে রাহো—। তারপর কিডা? (একজন এগিয়ে আসে) বাপদাদার নাম কও—

লখাই : আমার নাম লখাই, বাপের নাম আবেদ, দাদার নাম—

চেয়ারম্যান : মেম্বর, তুমি ইয়ের সাথে কতা কও—

মেম্বর : এই তুই এইদিক আয়—গম লিবু না উটির গোশত লিবু—

দেলবার : গোশতই দেন—

মেম্বার : গোশত আসে নাই, তুই যা— (ঠেলে বের করে দেয়)
(ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান চুল আঁচড়ে নেয়)

চেয়ারম্যান : ও জল পরী, ইট্টু এদিক আসো—মেম্বর

মেম্বর : জেদ্—

চেয়ারম্যান : কতখ্যানি দেবো—

মেম্বর : যতখ্যানি চায়—

চেয়ারম্যান : না কয়, এদিক আসো—

মেম্বর : না তুমি এদিক আসো—

চেয়ারম্যান : না, আমি চেয়ারম্যান, আমার কাছে আসো।

মেম্বর : আমার ওয়ার্ডের জলপরীক আমি দেবো।

চেয়ারম্যান : আমার কাছে।

মেম্বর : না, ও তুমি, তুমি আমার কাছে আসো।

চেয়ারম্যান : তুই ছিলু সিংদেল চোর, তোর এত সখ ক্যা—

মেম্বর : আপনে যে আগে ডাকাতি করতেন তাকি মানযিক করা দেবো—আসো—আমার কাছে—আমার কাছে—

চেয়ারম্যান : না—না আমার কাছে, আসো, আসো—আসো—আসো—

মেম্বর : না, না, আমার কাছে—আমার কাছে—

(ইতোমধ্যে কিছু গ্রামবাসী তাদের তাড়া করে)

আফের

চরিত্র ঃ

১ম শ্রমিক

ঔষধওয়ালা

২য় শ্রমিক

৩য় শ্রমিক

৪র্থ শ্রমিক

বৃদ্ধ শ্রমিক

মেসওয়াক ওয়ালী

অন্যান্য শ্রমিক

মফস্বল শহরের একটি রাস্তার পাশে সকাল বেলার বেশ কিছু দিন মজুর কাজের আশায় বসে আছে। সামনে তাদের সরঞ্জাম—কোদাল, ঝুরি, দা ইত্যাদি। বিড়ি টানে—একটি বিড়ির পেছনে সবার উৎসুক্য চাহনির মিছিল। কেউ কেউ গুম মেরে বসে আছে। পাশে মাঝবয়সী এক মহিলা ভাঙা পাথুরে পাটায় নোড়ার আঘাত দিয়ে দিয়ে আগাছার মেসওয়াক তৈরী করে—তার সামান্য পসরা বিক্রির আশায় সে এদিক সেদিক চায়। সকালে রাস্তায় লোকজন কম। একজন ক্রিমির ঔষধ বিক্রেতা—তার কাঁধে একটি লম্বা চিকন বাঁশ—উপর থেকে লম্বা চিকন পলিথিনের ব্যাগে ২টো করে ট্যাবলেট ঝুলে আছে সারি বেঁধে। সে হাঁক দেয়—"কিরমির যম, এই বেলা খেলে পরে ঐবেলা কম"।

১ম শ্রমিক : আসলে জিনিষ একখ্যান লিয়ে—কামের সংবাদ নাই কির-মির ওষধ। (ঔষধওয়ালার প্রবেশ)

ঔষধওয়ালা : হ্যাঁ ভাই, বাঙালী জাতি ধবংস হয়ে যায়—তার কারণ কিরমি—সুতে কিরমি, ফিতে কিরমি, লোয়াটে কিরমি বোম্বাটে কিরমি—ছোটলোক বড়লোক বাছেনা, ডোম চামার মানেনা—সমাজ জামাত বোঝেনা—যহন তহন কিটির কিটির—আপনার আঙুলও তহন বাধ্য হয়ে চলে যায় সেখানে—বলেনতো ভাই কি লজ্জার কথা—?

(কেউ কেউ হেসে ওঠে)

২য় শ্রমিক : লজ্জায় নাক কাট্যা ফেলবের মন কয়—।

ঔষধওয়ালা : কিরমির যম, এইবেলা খেলে পরে ঐবেলা কম।

বৃদ্ধ শ্রমিক : এহ্যানে কি আপনের ওষুধ কেউ কিনবিনি—তার চায় এটা বিড়ি দ্যান।

ঔষধওয়ালা : তা একটা বিড়ি তো—কত ধান শুয়েরে খায়, এক কাঠা ধান লিবি মোল্লার বেটা—থাক—(বিড়ি বের করে দেয়)

৩য় শ্রমিক : চাচা একটান দিয়ে—

৪র্থ শ্রমিক : তারপর আমি আছি রে–

বৃদ্ধ শ্রমিক : বিড়ি দিলেন ঠিকই—শুয়ের বানায়া—

ঔষধওয়ালা : হা—হা—হা—মনে কিছু নিবেননা চাচা—আমি জানি এহ্যানে আমার ওষধ কেনার কেউ নাই—তাও কই—কেবল বানের পানি নাবে গেল–প্যাটের অসুখ কিন্তুক এহন বেশী হবি। খাওয়া দাওয়া সাবধান—সহালবেলা বাসি প্যাটে শুক্তির পাতা ভিজানে পানি ছাওয়ালপলেক ইটু খাওয়াবেন।

২য় শ্রমিক : ও বু, তোমার দাঁতনের কাম কি–দাঁত ঘসলি খিদে যায় কিনা কও—

মহিলা : কিযে কন–তাই যদি হতো তালি আমি কোন দুঃখী রাস্তার কিনারে বসে থাকি। (হেলিকপ্টারের শব্দ আসে—এরা সবাই আকাশে তাকিয়ে দেখে—'রিলিফ' রিলিফ 'আসলো' বলে কেউ কেউ উৎসাহিত হয়ে ওঠে–কেউ কেউ তার কাজের সামগ্রী নিয়ে চলে রিলিফের আশায়)

২য় শ্রমিক : ও বু যাও, তোমার শ্বশুর রিলিফ নিয়ে আয়ছে–

মহিলা : নারে বাই—রিলিফ আল্লা অনেক খাওয়ায়ছে, আর খাবের চাইনে—আমার এই দাঁতন বেচাকিনাই ভালো।

১ম শ্রমিক : রিলিফ—কার কতা কিডা শোনে ধুলে অন্ধকার—

২য় শ্রমিক : নিজির ভাবনা নিয়েই সগলে অস্থির–ইবারের বানডাই শ্যাষ করে দিয়ে গেছে—ঘরের চালে থাকতেম—একদিন রাতি কোলের ছাওয়ালডা গড়ান খায়ে পড়ে গেল। বাড়ী শুদ্ধে মানুষ সারারাত বানের পানিৎ হাবডুবু খায়ে খুজলেম—পালেমনা।

৩য় শ্রমিক : ছাওয়ালের কপালে ছিলে পানিৎ ডুবে মরা–কেম্বে হবে ঠেকাবে কও।

১ম শ্রমিক : যহন দুয্যাগ আসে তহন খালি মানুষ বুলে নয়, পানির তোড়ে পরাণের মায়ায় খেঁড়লের কাল গোক্ষুর

সেও চালে ওঠে। আহাহা রে, চালের উপর জোড়া গোক্ষুর মারলেম ইবার। বাস্তু সাপ। যখন লাঠি তুলি, মনকয়–হাতজোড় করে খাড়া আছে মানষির ছাউ—পরাণের মায়া জবর মায়া। বানের পানিৎ যহন সাপের নাশ ভাসায়া দিলাম তহন মনে মনে কলাম, সাপের দংশনে মৃত্যু লখাই যদি বাঁচে ওঠে–তালিযেন মানষির দংশনে মৃত্যু এই সাপ জোড়াও বাঁচে ওঠে আল্লা।

৪র্থ শ্রমিক : তোমার দোয়াও শুনবিনি আল্লা।

৩য় শ্রমিক : পানি নাবে যাওয়ার পর সায়েপরা আসে ক'লে–মানষির কপাল ইবার ফিরে যাবি, মাঠে পলি মাটি পড়েছে—চাষা ভাইরা তোমরা ধানের বেছন লেও, কালাইয়ের বেছন লেও, আমার হালের দামড়া দুডে পানির মদ্যি খাড়া থাক্‌তি থাক্‌তি পাও পচে খুর খুলে গেছিলো—তারপর ভাতের অভাব–কিডা কয়দিন না খেয়ে থাকপের পারে কং—কলার ভোড়ে করে দামড়াদুডেক কশাই বাড়ীৎ থুয়ে আসলেম। হালের বেসাত আর ছাওয়ালের শোক সুমান সুমান। ধানের বেছন লেই—আমার চোখ দিয়ে পানি টস্‌ টস্‌ করে পড়ে, মনে মনে কই, বেছন তো দিলেন ছার—বেসাত নাই হাল ববি কিডা–কপাল মানষির ফিরবিই—কিন্তুক আমার না—।

১ম শ্রমিক : সে বেছন ?

৩য় শ্রমিক : আর বেছন—বনের পশুরা বলে প্যাটের তাল্লায় আপন ছাউ খায়া ফেলে—আর এতো ধানের বেছন।

২য় শ্রমিক : আর সেই কতা ভাই, মানুষ হয়ে মানষিক দ্যাহেনা—আমরা বাঁধের একপাশে ডুবে মরি, আরেক পাশের শুকনে উঠোন ঝিবোরা ঝাড় দেয়—সুখি শান্তিৎ বাস করে। যেদিন আমার ছাওয়াল ম'লো, গেছিলাম বাঁধ কাটতি—আরেক পাশের মানুষ নাটি বন্দুক নিয়ে খাড়োয়া, তাগরে সাথে আছে সরকারী পুলিশ। দুঃখু আসলি সারা দ্যাশের মানুষ ভাগ করে নেবো—তা'লয়, আগে ডুবে মর শালারা, তারপর রিলিফ খা, ভাত নাই

খাজুর খা—দুধ খা—দুধ খাওয়ার ছাওয়ালই মরেছে পানিৎ ডুবে।

বৃদ্ধ শ্রমিক : বন্যা ভাসির কতাই যহন উঠলো, তালি তার গপপই শোন—কাম কাজ যহন নাইই—। (উপস্থিত অনেকই তার কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।) সন তারিখ জানিনে, মানষির মুখিমুখি শুনি—বিটিশির আমাল—বিটিশ সরকার এক বাঁধ দিছিলো খুলেটড়ীত্তিন নাগডেমরা বরাবর। বাঁধের একপাশে ধল্লাই পাথার—রামদেওয়া, নেছুয়া, ললে জলকা, কায়েগাড়ির বিল। আরেকদিক ভেদাগাড়ি, গজাড়ে—আর হুরা সাগর গাঙ। (এই গল্পের মধ্যে অন্যান্য শ্রমিক বন্যাদুর্গত এলাকার একটি সাজেশন তৈরী করতে থাকে) একবার পদ্মা জবর খ্যাপা ক্ষেপলো—পাতাল ফুটা হয়া পানি উপরে ফুলে উঠলো—ধোপার হাতের কাপড়ের মতন বানের পানি আছড়ে পড়তে নাগলো পাড়ে পাড়ে। ইছেমতি দিয়ে সেই পানি হুড়হুড় করে পড়তি নাগলো ধল্লাই পাথারে—ডুবে গেল আশে পাশের গাঁও গেরাম—ডুবলো মানুষ—ডুবলো বনের জীবজন্তু—ডুবলো লতাপাতা বিরিক্ষ—মাঠের সোনা বরণ ধান। মানুষজন ঘরের চালে, মাচাঙে দিনের পর দিন অনাহারে। (ইতিমধ্যে শ্রমিকেরা বন্যা দুর্গত গ্রামবাসীদের অবস্থান নিয়ে নেবে একজন শিশুর কান্না দেয়—)

১ম গ্রামবাসী : হি—রে ভগবান ঘরের চালে আর কতদিন্ থাহা যায়—খুটে নড়বড় হরতেছে—কহনযিন কাৎ হয়া পড়ে—তা আর ঘরের কতা কি—বাপদাদার লাগান পুরানা গাছের শেহড়, তাও ছুটে যাচ্ছে মাটিত্তিন!
(শিশুর কান্না আরো প্রকট হয়ে ওঠে)

২য় গ্রামবাসী : হেই করুণা, ছাওয়ালডাক মাজার সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধে থো—নাইলি নিতলে যাবিনি।

৩য় গ্রামবাসী : আর তো চলেনা দাদা—

১ম গ্রামবাসী : কি করতি চাও—কি করতি পারো তুমি, বাঁধের ওপারে খটখটে—আর আমরা মরতিছি ডুবে।

২য় গ্রামবাসী : ভাঙে গেলি বাঁচতেম। হেই করুণা, ফ্যালা দে বেটা শালাক—শালা খ্যাত খ্যাত করে—হেই শালা ভাত, নেহি—ভাত আসে কোনতিন—সহ্য হয়না, নিজির জান বাঁচেনা—ছাওয়াল পল—হেই শালা থাম্—

১ম গ্রামবাসী : হেই নাদান নিজির ছাওয়ালেক অশিব হরে গাল পারে ?

৩য় গ্রামবাসী : জ্ঞান নাই, এতো কষ্ট, কিযে হরি বাই, ছয় সাত কুড়ি গেরাম ডুবে গেছে—চল একবার আফের আলীর কাছে যাই—দেহি সে কি কয়।

৪র্থ গ্রামবাসী : ভালো কতা মনে হরিছিস—দুঃখির সময় সাহসটাই বড় কতা—তা আফেরের আছে।

১ম গ্রামবাসী : সাহস দেহাইছিলে আফের—পথের ধারে ত্বরাই বটগাছ—একটা জ্যান্ত রাক্ষস যেন খাড়ায়া ছিল চার পাঁচ বিঘে জা'গা দহল নিয়ে। নিচের জংগলে সাপখোপ, শিয়েল শুয়োর বাঘ, তার মাথায় বাস করতো..জুটে ভূতির দল—দিনিদুইপ'রে সেই পথে হাঁটা চলা ফেরা এহে-বারে নিষেধ।

৩য় গ্রামবাসী : ভূতি ধরে, সাপে কাটে, বাঘে খায়, শুয়েরে দাবড়ায়—ত্বরাই বট গাছের সেকি অত্যাচার—তার পর বুড়ে বট ঝুরি নামায়া দহল করে সোনামুখি ধানের ক্ষ্যাৎ।

১ম গ্রামবাসী : পাতাল্যার হাটেত্তিন ফিরতেছিল আফের—তহন রাত হয়া গেছে। ত্বরাই বটতলায় আসে থম্কে দাঁড়ায়—ঝিঁ ঝিঁ ডাহেনা, শিয়েল ডাহেনা থমথম। কার যিন কোলের ছাউ বাতাসে কাঁদে ওঠে। বুহি থাপ্পর দিয়ে আফের দাঁড়ায়—মালকোচা মারে। আঁধারে পাছেত্তিন খামছা মারে কিডা ? পিছু ফিরে তাহায়—কেউ নাই, ঝুর ঝুর হরে শব্দ হয়, মচমচ করে, শর শর হরে—জানের মদ্যি ছ্যাৎ করে ওঠে—এক দৌড়ে বাড়ীর উঠোনে আসে খাড়ায়—।

(বৃদ্ধ শ্রমিক আফেরের বাবার ভূমিকায় এবং ১ম শ্রমিক আফেরের ভূমিকায় দাঁড়ায়)

বাবা : কিডারে দুপদুপ্ করে দৌড়ায়—?

আফের : বাজান আমি—

বাজান : আফের ? চুরি হরিস্‌নে, ডাহাতি হরিস্‌নে, দুপদুপ দৌড় ক্যা ?

আফের : ত্বরাই বটতলা দিয়ে আসতিছিলেম বাজান—

বাজান : ভয় পাইছিস নেহি ?

আফের : না। কিডাযিন পিঠি খাম্‌ছা দিয়ে ধরিছিলো—

বাজান : বনোয়া জেবজন্তু, ভূতপ্যাত সব কিছুরই ভয় সেহেনে। কতযে মানুষ আমি সেহেনে মরতি দেখলাম—তার ঠিক নাই। জানে বাঁচে আইছিস এইডেই বড় কতা।

আফের : বাচ্চা ছাওয়ালপলেক কান্‌তি শুনলাম।

বাজান : ঐতো ভূতির কেরামতি—তোর মার দুধির বড় জোর ছিলোরে আফের তাই ছুটে আসতি পারিছিস।

আফের : দাঁড়াও বাজান, আগে বাত্তির সলোকে দেহি (বাতির আলোকে শরীর দেখার অভিনয় করে) খামচার দাগ—কোন জন্তুর খামচি বাজান। তা সে জটে ভূতের হোক আর যাই হোক, রাতির আঁধারে আমার শইলে যে রাক্ষুসে থাপা দেছে তাক আমি ইটু দেখতি চাই।

২য় গ্রামবাসী : বলিহারি আফেরের সাওস—

৩য় গ্রামবাসী : বাপের বেটা একখ্যান—

৪র্থ গ্রামবাসী : পরদিনই গার সগল মানষিক ডাহে ক'লো—

আফের : ঐ দাদারা, ঐ ভাইরা—আমি পাতাল্যার হাটেত্তিন আসতেছিলেম রাতির আঁধারে, ঐ ত্বরাই বটতলায় কিডাযিন রাতির আঁধারে আমার শইল খামচা দিয়ে ধরছিলো—এই দ্যাহো তার দাগ—কি কও তোমরা—বাঘ—শুয়োর থাহে সেহেনে—? ভূত থাহে ? সে যাই হোক আমি তাক দেখপের চাই—। ঐ গাছ—মানষির ক্ষ্যাৎ দহল করে নেছে—সেহেনকার জংলা শুয়োর ক্ষ্যাৎস্য কি নষ্ট হরে, সেহেনুকার বাঘ হালের বলদ

খায়ে যায়—সেহেনকার ভূত মানষির ক্ষতি হরে–এই গাঁর মানষির ভালোর জন্যি চলেন আমরা ত্বরাই বটগাছ নিপাত করি—।

বাজান : আফের তুই কি পাগল হলি—হাজার বছরের পুরানা বটগাছ—

গ্রামবাসী ২ : না না দাদা—আমরা ত্বরাই বটতলায় মনসার পুজো দেই—

গ্রামবাসী ৩ : আমাগেরে জীবন শ্যাষ হয়া যাবি !

গ্রামবাসী ৪ : গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরে যাবো— !

২য় গ্রামবাসী : ত্বরাই বটগাছ নিপাতের সাহস আমাগেরে হয়না— চৌদ্দগোষ্ঠী নিপাত হয়া যাবো।

আফের : চৌদ্দগোষ্ঠীর বারো গোষ্ঠী আমার আগে—আগে পরে সগলেরই বংশ নিপাত হয়া যায়—আমি অতো ভাবিনে— তোমরা আমার জন্যি দোয়া হরো—(আফের বাজান স্টীল হয়)

২য় গ্রামবাসী : হায়রে হায়—তহন ধান কাটা হয়ে গেছে—সারা মাঠে ধানের নাড়া—। আফের আলী সারাদিন মাঠে মাঠে ঘোরে আর সেই নাড়া কাটে—নাড়া কাটে, বোঝা বাঁধে, কারো সাথে কতা কয়না—হাসেনা—কাদেনা গাঁর মানুষ ভাবলে আফের শ্যাষ হয়া গেছে—কেউ কয়—ত্বরাই বট গাছের ভূত, আমরা আগেই কইছেলাম—'কত গেল ভীমের মুগুর, তুই আনিস পান ছেঁচনা'। আফের ত্বরাই বটগাছের চার পাশে ধানের নাড়া ছড়ায়—গাঁর সব মানুষ কয় আফের পাগল হয়ে গেছে—

৩য় গ্রামবাসী : ত্বরাই বটগাছের চারপারে সেই গাদি মারা নাড়ায় একদিন রাতি দাউ দাউ হরে আগুন জ্বলে উঠলো—হাইরে— আগুন— — —

(সবাই যেন সে আগুন দেখছে—ভয়াত')

বাজান : আফের—আফের রে—কোনে তুই—সাড়া দে—আফের— (আফের স্টীল থাকে—তার বাবা তাকে সারা মঞ্চে

খুঁজে বেড়ায়) আফের—আফের রে—হে আমার পাড়া পিতিবাসী—তোমরা ওঠো—আমার আফের কি তোমারে কারো বাড়ীৎ আছে—হৈ আমার পাড়াপিতিবাসী—হৈ রকমান—ও দলো খাঁ—হৈ ক্ষিতিশ—ওঠরে দাদা—আমার বড় বেপদ—তোরা ওঠ—

(৪র্থ গ্রামবাসী মহিলা এখানে অভিনয় করবে একজন শিশুর কান্না দেয়)

৪র্থ গ্রামবাসী : তোর জন্যি আজ শ্যাষ হয়া যাই—শুনতেছিস্যা আফেরেক ধরে নিয়ে গেছে !

মহিলা : আফেরেক ধরে এমন বুহির পাটা আছে কারো এই গিরামে— ?

৪র্থ গ্রামবাসী : আস্তে কতা ক'—তোক যে কি হরি—ছাওয়ালডার গলা চাপে ধর—।

মহিলা : ক্যা—এত ডরাই নেহি কাউক ?

৪র্থ গ্রামবাসী : ঐ যে থরাই বটগাছের ভূত—থুককু—বাবাজী—ঐ বাবাজী আফেরেক ধরে নিয়ে গেছে—বাবাজী আগুন জ্বলা দেছে—পোড়ায়া মারবি—দোয়া দরুদ পড়্—লাইলাই———(ভয়ার্ত স্বরে কি বলে বোঝা যায় না—শিশু কাঁদতেই থাকে) থামা—তোর ছাওয়ালেক, মরার আগে আল্লার নাম লিতি দে— লাইলাহা-- —

মহিলা : হুঃহ—নাম বলে মিনষে—।

৪র্থ গ্রামবাসী : খোটা মার্লি ক্যা ? আমি তোর ভাতার না ?

মহিলা : সেই জন্যি তো ডরাই তোমাক, কিন্তুক তোমার থরাই বটের বাবাজীক ডরাইনে—

৪র্থ গ্রামবাসী : আস্তে—আস্তে—বাবাজীর কানে গেলি তোর এই ছাওয়াল—আমি তুই কেউ রেহাই পাবোনা—ভূত দেহে ডরাসনে তুই ?

মহিলা : না—

গ্রামবাসী : ন্যা—ক্যা ?

মহিলা : সেতো তোমার মতন ভাত কাপড়ু দেয়না-হি-হি-হি—

গ্রামবাসী : হাসিসনে তোর রংগ থামা—ভয়ে আমার কলজে শুহে গেছে লাইলাহা——

(বর্ণনায় যায় ২য় গ্রামবাসী)

২য় গ্রামবাসী : সারা রাত আফেরের বাবা গিরামের মানুষিক ডাকে ডাকে হয়রান হয়ে গেছে, কিন্তুক তার ডাকে কেউ সাড়া দেয় নাই। কালাধুমে আর হাইয়েৎ সাড়া গাঁও ভরে গেছে। সহাল বেলা তারা অবাক হয়ে গেল, গিরামের উত্তের কোণায় স্বরাই বট গাছের যে বিরাট ম্যাঘ কত কাল ধরে লাগে ছিলো—আজকের এই পরভাতেত্তিন সেই ম্যাঘখ্যান আর নেই—সারা গাঁর মানুষ ছুটলো স্বরাই বটগাছের দিক——

(গ্রামের মানুষ আফেরবাই জিন্দাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধ্বনি তুলে আফেরের কাছে যায়)

আফের : দাদারা, ও ভাইরা—এই রাক্ষুসেবট গাছ কোনদিন আর মানষির ক্ষতি হরতি পারবি না। আমি এই বট গাছেক নিপাত করে দিছি জন্মের মতন। এই বটগাছ কোন দিন আর ঝুরি নামায়া নামায়া কিষাণের জমি দখল করবি না, কিষাণের কষ্টের ফসল কোনদিন আর এই জংগলের শুয়োরে খাবিনা, কোনদিন আর এই জংগলের বাঘ চাষার সন্তান সমতুল্যে হালের বেসাত খাবিনা—আর ভূতির ভয়। ভাইসব, মানষির সাহসের সামনে কিছু নাই-শও বছর ধরে খালি খালি ভয় পাইছেন—। যতবেশী ভয় পাবেন, অন্তরে ততবেশী ভয়ের পাহাড় জমে ওঠে-আপনেরে অন্তরের পাহাড় কাটেন ভাইসব—তিলতিল করে সাহস জমান—এই স্বরাই বটতলায়—এতদিন আমরা ভয় পাইছি—আসেন এই জা'গার এহেনে ইবারেরতিন, আড়ং বসাই—প্রত্যেক বছর এহ্যানে আড়ং লাগবি—

(গ্রামের মানুষেরা এখানে বদলে যায়—এখানে যেন একটি মেলা বসেছে—উপস্থিত কলা কুশলীরা তাদের নিজেদের কাছে থেকে কেউ বেলুন বের করে ফুলায়—কেউ ঝুনঝুনি বাজায়, কেউ বাজায় বনের বাঁশী। আংগিকে কেনা বেচার লক্ষ্য করা যায়—আফের ঘুরে ঘুরে দেখে। এরপর একে একে যে যার স্থানে চলে কেবল আফের এবং তার বাবা এক জায়গায় স্থির থাকে)

২য় গ্রামবাসী : ইয়েক কয় স হস—তা আফের দেহাইছিলো—।

৩য় গ্রামবাসী : আফেরভাই একটা আলাদা মানুষ—বিপদের সুমায়ও তার মাতাডা টালা থাহে—।

৪র্থ গ্রামবাসী : আচ্ছা আফেরের সাথে একবার আলাপ করলি ক্যাবা হয়—?

২য় গ্রামবাসী : এতো আর স্বরাই বটগাছ না—

৩য় গ্রামবাসী : তাও দেহা যাক, এইভাবে আর কতদিন থাকপো—অন্য ব্যবস্থা হতিউ পারে—।

২য় গ্রামবাসী : তা ইটু আলাপ করে দেহা যায়—আফেরের সাওস আর আমাগেরে সাওসের ইকটু তফাৎ আছে—(দূরে সে যেন আফেরকে দেখতে পায়) ঐ তো—ঐতো আফের—

৩য় গ্রামবাসী : হে—হে—হে—ফলার ভোঁড়ের পর সুংসার পাত্যা লেছে—

২য় গ্রামবাসী : বাপ ছাড়া আর কেউ নাই—আমাগেরে মতন বউ ছাও-য়ালপল থাকলি আর ও বুদ্ধি চলতো না—।

৪র্থ গ্রামবাসী : তালি আবার নোতুন বুদ্ধি বাই হয়তো—ডাকদ্যাও—

২য় গ্রামবাসী : ঐ আফের বাই—আফের বাই—

৩য় গ্রামবাসী : ঐ আফের—আফের—(দাঁড়াও আসি—বলে সাড়া দেয় আফের)

৪র্থ গ্রামবাসী : ইটু এদিক আসো—

৩য় গ্রামবাসী ঃ দরকার আছে—বাই—আসো— দাঁড়াও আসি—বলে সাড়া দেয় আফের)

২য় গ্রামবাসী ঃ আমার মন কচ্ছে—আফের নোতুন বুদ্ধি বাই হরবি—

৩য় গ্রামবাসী ঃ তা হতি পারে—আসুকতো— (আফেরের কলার ভোঁড় যেন তাদের কাছে চলে আসে)

৪র্থ গ্রামবাসী ঃ বুদ্ধি একখ্যান বাই হরিছ্যাও বাই—

আফের ঃ উপায় তো নাই—তোমাগেরে মতন আমারো অবস্থা—এহন বাজান চোহি দ্যাহেনা—তাই বাজানেক সাথে নিয়েই বাড়াইছি—

২য় গ্রামবাসী ঃ আফের বাই, ভাবেচিন্তে দ্যাহো কি করা যায়—

আফের ঃ আজ কয়দিন ধরে বেড়াতিছি—ঐদিক দিল্ পাশার কুঁচলে, বন্যাকাদোর, সোনাকাদোর, ম্যোদ, মোষেমুড়ে, ধুলেউড়ি—আরো কতযে গাঁও পানির মিদেন— ।

বাজান ঃ ও আফের—চ্যালাৎ করে পা'র মিদেন কিযিন গেলরে সাপটাপ নেহি— ?

আফের ঃ চুপ মার‍্যা থাহো বাজান—বেপদ সগলেরই—যাতি পারে জলডোংগা নয়তো কুঁচে—কামড়াবিননে—

বাজান ঃ কাল সাপও তো হতি পারেরে আফের—

আফের ঃ না, কিযে কও—কাল সাপ কি আছে—সব তো গাছের মাতায়—

বাজান ঃ কার সাথে কতা ক'স—ইডা কোন গাঁও— ?

আফের ঃ এডা বন্যাকাদোর বাজান—ফ্যালা দাসের বাড়ী—

বাজান ঃ ও ফ্যালা—

২য় গ্রামবাসী ঃ কাহা—

বাজান ঃ আর বাপু, পানির যা অবস্থা তাৎ নুহু নবীর কতা মনে হয়—হয়রাৎ যেদিও আছে আল্লা চোখ দুডে নিয়ে নেছে—একদিক ভালোই হয়ছে- গজবটা আর চোহি দ্যাহা লাগলোনা—

আফের : ও বাজান—

বাজান : ক—

আফের : তুমি ইট্টু থামো—

বাজান : আচ্ছা তোরা কতা ক'—

আফের : ন্যাছ্‌রা বিলির মদ্যিতিন যেদি তাহা—কায়েগাড়ি, জল্‌কা, রামদেওয়ার সাথে আসমান এক হয়্যা গেছে—পানির মিদেন গাছগুন আহা, গলা বাড়ায়া কোনমতে খাড়া আছে—আর শুনিছ্যাও কতা—?

৩য় গ্রামবাসী : কোন কতা বা ?

৪র্থ গ্রামবাসী : আমরা তো তোমার মতন বেড়াতি পারতিছিনে—কও—

আফের : বাতাসের সাপটে গোড়া প'চা রোপা ধান ভাস্যা যাচ্ছিলো—সোনা কাদোর কাদের খাঁ বাঁশের টানা দিয়ে সব ঠেহায়ছে—আর দাদা, বিশ প'চিশটা গিরামের মানষির গতর ঘামানে ধান এহন কাদের খাঁর বাড়ীৎ—

৪র্থ গ্রামবাসী : তালি একটা ব্যবস্থা করা লাগে, আমরা বাঁচিনে—

৩য় গ্রামবাসী : হয় আমরা না খায়্যা মরতিছি—

২য় গ্রামবাসী : চল নাহয় যাইগেন—

আফের : তোমরা কিবে কও—

৩য় গ্রামবাসী : ক্যা—?

বাজান : হে—হে—হে—ভাতের খিদে প্যাটে/আর সোনার দলা হাতে—কি হরবিরে ফ্যাল্যা ঐ ধান দিয়ে—মলন, শুহেনে, ঝাড়া, সেদ্ধ তারপর ঢেহিৎ বানা—কোনে হরবি এসব, নিজিরাই চালের ম্যতায় উঠে রইছিস—

৩য় গ্রামবাসী : তালি উপায় ? আফের দাদা, তুমি রাক্ষুসে বটগাছ নিপাত হরিছ্যাও—বিশ গিরামের মানুষ আজ রাত বিরাতে নিভ'য়ে নিশ্চিন্তে চলা ফেরা হরে—দাদা এই বেপদের সমুমায় তুমি বুদ্ধি বার হরো—

বাজান : এরে আফের, চলে আয়—কারু কতা শুনতি যাসনে—

স্বরাই বট গাছের ভুত খ্যাদানে আর এই বান এক লয়—এ হলো অল্লার গজব—ব্যাটারা গোনার কাম হরো-আল্লা গজব দিবিনা—আয়রে আফের, চলে আয়—

২য় গ্রামবাসী : কাহা, নিজিরা চাষবাস হরে খাই, চুরি হরিনে ডাহাতি হরিনে, জুলুম হরিনে—কিসির গোনা, সে গোনা কেবে কাহা, আফেরের মতন ছাওয়াল আপনের আছে তাই আপনে এম্বা কতা কবের পারেন—এই বেপদের দিনি আমাগেরে কিডা দ্যাহে কন—?

বাজান : কতা বড় ঠিক কয়ছে ছ্যাড়াডা। আফের, আমি তোর বাপ, পাঁচকুড়ি বয়েস, আমার এতো বাঁচে থাহার সাধ কিসির। যে ছাওয়ালেক কোলেপিঠি মানুষ করিছি, এই বয়েসে কানা হয়া ভূতির মতন তার কাঁধে চড়ে বেড়াই—বড় দুঃখির কতাই—

আফের : বাজান, তুমি থামো তো—

২য় গ্রামবাসী : কাহা অম্বে হরে আমি কই নাই—

বাজান : বয়স যত লম্বা—মানষির দুঃখুও তত লম্বা—
(কৃমির ওষধওয়ালা একটি বিড়ি ধরায়—সবাই তার দিকে নড়েচড়ে বসে)

ঔষধওয়ালা : এটার ভাগ আপনেরা সগলেই পাবেন-কিন্তুক চাচা—আপনে খালি বাঁধের একপারের কতাই কচ্ছেন—অরেক পারে কি অবস্থা তাও ইটু জানা দরকার—

বৃদ্ধ শ্রমিক : আরেক পারে শুকনে খটখটে—রায় বাহাদুর জগমোহন বাগচী—

ঔষধওয়ালা : ঠিক আছে—আমি তালি জগমোহন—জমিদার রায় বাহাদুর জগমোহন বাগচী তহন—কি করতেছে—? বাঈজী বাড়ীৎ পড়ে রয়েছে—না, মদ খাচ্ছে--না, খাজনা না দিতি পারায় প্রজাগরে চাবুক পেটা করতেছে ? না, তাও না-তালি ? হ্যাঁ—প্রজাগরে চাবুক পেটা হয়ে গেছে—খাজনা আদায় হয়ে গেছে—কলকাতায় বাঈজী বাড়ীতে নাচ হচ্ছে—রায় বাহাদুর জগমোহনের চোহির

মদ্যি নেশা তহন ভুরভুর করতেছে—(স নেশার ঢুলে ঢুলে অভিনয় করে পাশের মহিলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে) লবংগ ব ঈ, জানো, আমি তোমার নাচ দেখার জন্যি—তোমার হাতে একটু পরশ পাওয়ার জন্যি, কত দূর থেকে আসি—তোর জন্যি—আমি—আমি—

মহিলা : ঐ রহম করে আমার দিক তাহ্যবেন্নাতো—ধুর, আমার লজ্জা হরে—!

ঔষধওয়ালা : লজ্জা—হা—হা—হা—

মহিলা : আপনে ঐ পাট বাদ দেন তো—বাই—

ঔষধওয়ালা : ইস্, এ্যাকশনডাই শ্যাষ করে দিলে—

মহিলা : আপনে যে কি মানুষ—মানষির দিক ঐ রহম তাহা কতা কয়—মনকয় সত্যি হারামীর হাড়—

ঔষধওয়ালা : ক্লিয়ার করেন একটু—

মহিলা : ঐ যে যেবার বড় আহাল হলো—গিছিলেম রিলিফ আনতি—তে চিয়ারম্যান—মেম্বার—সগলেই ঐ রহম করে তাহাতো—

ঔষধওয়ালা : আরো ক্লিয়ার করেন—আমি বুঝিনে—

মহিলা : ধরেন, চাল, গম যা রিলিফ দিতেছে তা যিন উনার বাপের—সাথে সাথে সেহেনে যত মিয়ে মানুষ গেছে সেগুনে যেন—তার বাপের সম্পত্তি—

সমবেত : হা—হা—হা—

ঔষধওয়ালা : ঠিকাছে—ভালি আমরা গপ্পডা অন্য রহম বানাই—জমিদারের আদুরে মিয়ে নাম তার রূপবাণী। তার সাথে জমিদার কথা বলছে—মা রূপবাণী—

মহিলা : হ্যাঁ বাবা—

ঔষধওয়ালা : কোথায় যাচ্ছো মা— ?

মহিলা : বাগানে—একটু হাওয়া খাতি—ভাটেলবেলার হাওরা নাকি বড় মিঠে—বাবা—

ঔষধওয়ালা : হ্যা মিঠে—কিন্তুক কয়দিন আগে যে আমি তোমাক কলকেতারতনি সোনার একজোড়া নূপুর কিনে আনে দিলেম তা তুমি পায় দেও নাই ক্যা মা— ?

মহিলা : হুঁহুঁ সোনার না ঘণ্ড়ার—

ঔষধওয়ালা : তার মানে—কি বলতে চাও তুমি—

মহিলা : ও সোনা নাকি ভেজাল মেশানে—

ঔষধওয়ালা : কে বলেছে—

মহিলা : হীরামন—

ঔষধওয়ালা : হা—হা—হা—হীরামন দাসী—ঐ নূপুরের যা দাম—তা ঐ দাসী সারা জীবন অপকম্ম করলিউ গোছাতি পারবিনা—যাও ঘাটের জলে পাও ধোওগা—

মহিলা : বাবা—(আদুরে গলায়) ও বাবা—

ঔষধওয়ালা : কি মা—কি বলছো—

মহিলা : চারদিকে নাকি বান ডেকেছে বাবা—

ঔষধওয়ালা : হ্যা, তাতে কি হয়েছে, আমরা তো আর ডুবে মরবোনা—যত মরবে ঐ চাষাভূষারা—

মহিলা : বাবা—সে কথা না—

ঔষধওয়ালা : তবে—তবে তুমি কি কতি চাও মা—

মহিলা : বাবা, আমি ঐ বানের জলে পা ধোবো বাবা—

ঔষধওয়ালা : একি আব্দার তোমার মা রূপবাণী— ?

মহিলা : না বাবা—আমি বানের জলে পা ধোবই—

ঔষধওয়ালা : কেন— ?

মহিলা : বানের জলে পা ধুলে নাকি পায়ের শোভা বাড়ে—

ঔষধওয়ালা : এমন কথা তো আমি কোনদিন শুনিনি—তাহলিউ ইয়ের মধ্যে এটা জমিদারি জমিদারি মজা আছে—

মহিলা : তুমি ব্যবস্থা করো বাবা—তাড়াতাড়ি—নাহলে—

ঔষধওয়ালা : না হলে তুই কি করবিরে নরাধম—

মহিলা : কি, কি বল্লে—আমি নরাধম—আমাকে কি তোমার প্রজা পেয়েছো—আমি কি চাষার মেয়ে—আমি এখুনি বিষ খাবো—

ঔষধওয়ালা : (সে ভুলে গেছে যে অভিনয় করছে) বিষ খাবু—খায়ে মরগা শালি—আমার নাই রোজগার—প্যাটে নাই ভাত—শালির কাপড়—ন্যাংটা হয়ে ঘরে দরোজা দিয়ে থাকগা—নাহয় বিষ খায়ে মরগা—ইজ্জত—জান বাচেনা ইজ্জত—ঢাহার শহরে যায়া দেখ্‌গা কত বেশ্যে মাগী টেহার গরমে ম্যাডাম হয়ে গেছে—ম্যাডাম——

(একজন তার কানে কানে গিয়ে তাকে স্মরণ করে দিয়ে আসে যে সে ভুলে গেছে—তাতে সে আবার জগমোহনের সংলাপ শুরু করে)

নায়েব, নায়েব—কোথায়, নায়েব কোথায়—এই শুয়ারের বাচ্চা নায়েব— (একজন নায়েবের ভূমিকায় দৌড়ে আসে)

নায়েব : আজ্ঞে বাবু—

ঔষধওয়ালা : কোতায় থাকো তোমরা—

নায়েব : অসুখটা ইটু বেড়েছে—

ঔষধওয়ালা : সেইজন্যি ঘনঘন পেচ্ছাবখানায় যাতায়াত—যত্তসব, শোনেন আমার মিয়ের বড় শখ হয়ছে বানের জলে গা ধুতি—আপনে বাঁধ কাটে দেন—জল এদিক আসুক—

নায়েব : আপনে কি পাগল হইছেন বাবু—

ঔষধওয়ালা : ক্যা, ক্যা আমি হলাম এই এলাকার জমিদার জগ—জগমোহন দাশ—

(একজন তাকে ভুল ধরিয়ে দেয় দাশ না বাবু বাগচী) জগমোহন বাগচী আর তুমি আমাকে পাগল বল—কেন কি হয়েছে—

নায়েব : বানের জল আনিতি হলি বাঁধ কাটিতি হবি, বাঁধ হলো বিটিশ সরকারের—তারপর বানের পরে তো ভালো বিবসা আছে—

ঔষধওয়ালা : কি রকম— ?

নায়েব : বানের জলে ধান শ্যাষ—চাষাগরে জানও শ্যাষ—

ঔষধওয়ালা : ওরা ঠিকমত খাজনা দিতি পারবে তো—আমার পায়ের উপর পড়লে কেন যেন মাফ না করে পারিনে—

নায়েব : একজন জমিদারের জীবনে বেশী সুযুগ আসেনা বাবু—ইংরেজ সরকার কি আপনেক মাফ করে— ?

ঔষধওয়ালা : এটা ট্যারা পয়সাও না—

নায়েব : তালে আপনের কি দায় পড়েছে প্রজাগরে মাফ করে দেওয়া বাবু—

ঔষধওয়ালা : বলো—কি বলতে চাও—

নায়েব : বানের জল যাতে এদিক না আস্‌তি পারে তার কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিতি হবি বাবু—সামনে যে আকাল আসতেছে—তাতে ইবার সব জমি নিলামে তোলা যাবি—হে-হে-হে—

ঔষধওয়ালা : তোমার মত যোগ্য নায়েব—

নায়েব : আর বলবেন না বাবু—আপনে এখন আদেশ দিলিই আমি যতীন আর সতীশ দফাদারেক আদেশ দিয়ে দিতি পারি—

ঔষধওয়ালা : হ্যাঁ, এক্ষুনি দিয়ে দেও—আর শোন—আমার মেয়ে বানের জলে যে পা ধুবি তার এটা ব্যবস্থা করো—

নায়েব : তার একটা আলাদা ব্যবস্থা করা যায়—যদি আপনে আদেশ করেন—

ঔষধওয়ালা : কি করা যায় বলোতো—

নায়েব : জলংকার বিলে চরণ ধোয়া হবে—

ঔষধওয়ালা : কেমন ?

নায়েব : ষোল বিহারী পালংকীতে শোভা যাত্রা শুরু হবে এখান থেকে—

ঔষধওয়ালা : হলো—

নায়েব : তারপর বাঁধের কাছেত্তিন জলংকার বিল পর্যন্ত নৌবিহার—

ঔষধওয়ালা : তোমার বুদ্ধি আছে হে—

নায়েব : তালে আমি যাই বাবু—

ঔষধওয়ালা : এক্ষুনি—আর হ্যাঁ যতীন দফাদারেক কয়া দিও—খুব কড়া আদেশ—

(সবাই বসে পড়ে। আফের আর বুড়ো পুনরায় তাদের ভূমিকায় দাঁড়ায়। বুড়ো বসে আছে, আফের বেঠা চালিয়ে চালিয়ে যেন অনেক দূর ভেসে এসেছে।)

বুড়ো : বানের পানি ছপ ছপ করে বয়ে যায়। যে পক্ষীরা আসমানে উড়ে বেড়ায়—তারাও উপোস, দানা নাই—মাটি নাই—আফেররে—

আফের : কও বাজান—।

বুড়ো : আমি কানা হইছি কত বছর ?

আফের : তা বছর পাঁচেক তো হবিই—

বুড়ো : দিনির হিসেবে কয়দিন হয় ?

আফের : তা ধরো তিন পাঁচা পনেরো শও—আর পাঁচ ছক তিরিশ—আঠারো শও—ধরো উনিশও দিন—

বুড়ো : হাইরে বাবা! জীবনে যে আমি চোখ দিয়ে দেখতাম তা ভুল হয়া গেছে। আফের তুই আমাক পানির মিদেন ফ্যালা দে—নিজির হাঁটাচলার ক্ষমতা নাই—চোখ নাই, পাঁচ বছর কবরের স্বাদ—খালি মুনকার নেকি ফেরেশতা জবাব লেয় নাই—

আফের : কি কও তুমি—থামো—আমি তোমার হাত পা, তোমার চোখ—তোমার চলার শক্তি—কিসির জন্যি যে তুমি এতো ভাবো—।

বুড়ো : যতই বুঝ দিস্‌রে আফের—আমার মন আর বুঝ মানে না—বয়েস, বয়েসই আমার বাঁচার সাধ কমা দেছে।

আফের : বাদেদও ওসব কতা—।

বুড়ো : জেবনের কাছে আমি বেশী কিছু চাই নেইরে আফের—যা চাইছি, তাই পাইছি। পাওয়া শ্যাষ হয়া গেছে—

তাই মনি কয় দুনিয়ায় উপের আমার কোনি শান্তি নাই—
আমার শান্তি কবরে, আমাক পানিৎ ফ্যালা দে—
ছাওয়ালের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ানেৎ—ছাওয়ালের
চোখদ্যা দ্যাহায় আর কেউ সুক পালিউ আমি পাইনে—

আফের : খালি বৈশ্শী কতা কও—বাজান—

বুড়ো : ক'—

আফের : পানি যে নাবে না কি হয়া যায়—তারপর শুনলেম কুঁচলৎ উলাউঠা লাগেছে—

বুড়ো : চারদিক বানের পানি—উলাবিবি যেদি সত্যিই 'গিরামের মদ্যি ঢুকে পড়ে—তালি মানবির কপাল খুবই খারাপ—গাঁওকে গাঁও নিপাত হয়া যাবি—দুল্যা শিরালির ছাওয়ালের নামডা যিন কি ?

আফের : কুসুম শিরালি—

বুড়ো : কুসুম শিরালিক খবর দে—রাতির বেলা দল বাঁধে উলাবিবির গুনকিত্তন করতি হবি—তারপর, মন্তরের চিকন সুতোয্যা গাঁও বানতি হবি—

আফের : মানুষ বাঁচার উপায় কও বাজান—

বুড়ো : উপায় এটা আছেরে আফের, গাঁও ছাড়ে পলানে—

আফের : এই চিনাজানা মানুষ থুয়ে কোনে যাবো বাজান— ?

বুড়ো : তোর কতার কোন জবাব আমি জানিনে বাজান— ।

(গ্রামের লোকজন যেন বাঁধের উপর আফেরের জন্য অপেক্ষা করছিলো)

২য় গ্রামবাসী : ঐ যে আফের বাই আসে গেছে—

আফের : তোমরা দেখতিছি গাঁর পেরায় সগল মানুষই আইছেও—বালোই হয়ছে—

৩য় গ্রামবাসী : আফের বাই, গহালে কালা দামড়াডা ভাসায়া দিলাম—কাল রাতি মরে ছিলো—

৪র্থ গ্রামবাসী : উলাবিবি ঢোকেছে শুনিছ্যাও ?

২য় গ্রামবাসী : ইবার সগলেই শ্যায হয়া যাবোনে--গাঁও বাঁধার দরকার—

আফের : আজ রাতিতিনই বাড়ায়া পড়ি ল্যাও—কুসুম শিয়ালিক খবর দিয়ে রাহে—আজ সাঁজের পর ফ্যালাদার বাড়ীৎতিন বাড়াবোনে—

৪র্থ গ্রামবাসী : কুঁচলের সংবাদ শুনে আমি কুসুম দাদার কাছে গিছিলেম—তা যা কল্যা—

আফের : কি কল্যা- ?

৪র্থ গ্রামবাসী : মোচনমানগরে সাতে সে নেহি বাড়াবিনা—আলাদা দানুরে ডাকপ্যার কয়ছে—

২য় গ্রামবাসী : সে শালাক বুঝেনে লাগেযে এহন খালি মোচনমানরাই লয় হেদুরাও বেপদে আছে—।

বুড়ো : ও ফ্যালা—

২য় গ্রামবাসী : কও কাহা—

বুড়ো : কুসুমিক কয়া দেও ও খালি হেঁদুগরেই বাঁচাক—

কেউ কেউ : হয় খালি হেঁদুরাই বাঁচুক--আমারে আল্লা আছে--

আফের : থামো ! উলাউঠার কতা পরে ভাবা যাবিনি, যে কামে আইছি সেই কতা কও আগে—

২য় গ্রামবাসী : আমরাতো তোমার পর ভার দিহি—তুমি কও কি করা যায়—

আফের : শোন,

(সবাই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে)

আমি কলার ভোঁড়ে করে ডহরজানি, ধুলেউড়ি, বাদাল, চরচাপড়ি, পীরিহাটি, কুঁচলে, বন্যাকাদোর, সোনাকাদোর, মাদারবাড়ে, মোদ, মোষেমোড়ে আরো সব গিরাম বেড়ায়া দেহিছি—পানিৎ ডুবে খালি আমরা নাই—এই যে ধল্লাই পাথার, না হলিউ ছয় মানুষ পানি জমেছে—তা আমার বাজান দ্যাহেছে কি না আল্লা জানে—

বুড়ো : দেহি নাই রে আফের--আমার বাজানও দেহেছে কিনা ক'বো ক্যাবা—

আফের : পানি আসতেছে পাদ্মাত্তিন—

৩য় গ্রামবাসী : কোনে পদ্মা--কোনে আমরা--খাড়া মাপলিউ কুড়ি মাইল—

আফের : ইছেমতি গাং দ্যা পানি এদিক আসতেছে---

৪র্থ গ্রামবাসী : কয় কি—।

আফের : তালি হিসাব করি দ্যাহো, বাঁধের এপার যেদি ধল্লাই পাথার না থাকতো- না থাকতো- রামদেওয়া, নেহরা আর জলুকার বিল--তালি এই পানি কতদূর হতো- !

২য় গ্রামবাসী : গাছগাছালিও ডুবে যাতো-হারে ভগমান-কয় কি !

৩য় গ্রামবাসী : ইয়ের বিহিত কি ?

(কেউ কোন কথা বলেনা—সবাই আফেরের মুখের দিকে তার মতামত শোনার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকে—আফের কোন কথা বলেনা—উপস্থিত গ্রামবাসী উসখুস করে)

৪র্থ গ্রামবাসী : আফেরভাই কিছু কও—

৩য় গ্রামবাসী : তোমার বুদ্ধি কি আফের বাই—?

২য় গ্রামবাসী : আফেরবাই তুমি কি কিছু ভাবিছ্যাও—?

কেউ কেউ : আফেরবাই আমরা তোমর উপর ভরসা করি—কিছু একটা কও—

(আফের স্থির হয়ে দাঁড়ায়—তার কালো পেশীবহুল শরীরে আপন গ্রামের বিপদগ্রস্থ মানুষের আকুতি যেন এক অনুরণন তোলে—আফেরের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে আলাদা এক আফের)

আফের : আচ্ছা, তোমরা ইছেমতীর পানি বন্ধ হরতি পারো—? ইছেমতী গাংডার মুখ বন্ধ হরতি ?

৪র্থ গ্রামবাসী : কি কয় পাগলের কতা—।

কেউ কেউ : তাই কি কোন দিন সম্ভাব !

৩য় গ্রামবাসী : গাঙ কি বন্ধ হরা যায় !

বুড়ো : পাগল হলু নেহি রে আফের—

আফের : আরেকটা পথ আছে—এই বাঁধ যেদি কাটে দিতি পারো—

(সবাই ভীত হয়ে পড়ে এ কথায়)

তালি এই পানি চলে যাবি ভেদাগাড়ি আর গজারে বিলি—তারপর হুন্নাসাগর হয়ে যমুনার। পারো তোমরা ?

২য় গ্রামবাসী : সব্বনাশ হয়া যাবি—।

৩য় গ্রামবাসী : বিটিশ সরকারের বাধ—

৪র্থ গ্রামবাসী : ফাঁসী দিয়ে মারবি—!

২য় গ্রামবাসী : না, না আফের দাদা বাঁধ কাটা যাবি না—

কেউ-কেউ : না—না আমরা তোমার সাথে নাই—সব্বনাশ হয়ে যাবি তালি--

আফের : তালি চিন্তে হরে দ্যাহো বাঁধের ঐপারের কতা-বারোয়ানী কাশেগাড়ি, নাড়েগদাই, সোনাতলা, সখ্যে, পাতালুযার হাটের মানুষ যারা—তারা তোমারে চায় ভাগ্যবান। সেহেনে বানের পানি নাই—তোমার ধান বানে ভাসে গেছে—তারা এহন ধান কাটতেছে। তা'রে উঠেনে উঠেনে ধানের গাদি, ঘরের ঝিবৌরা ধান নাড়েচাড়ে আর গীত গায়—এপারের বৌঝিরা পানির মিদেন চাঙ্গে চাতালে, ছাওয়ালপা'ল, সুসংসারের শোকতাপে ইনেবিনে কাঁদে। হাল আর ঘানির বলদ চোহির সামনে মরে মরে ভাসতাছে—জোলার তাঁতখুটে ভাসে যায় পাথারে পাথারে—কি আছে তোমারে—? একপাশের মানুষ ঘোমের মিতিলা সুহীর স্বপন দ্যাহে—আরেক দিককার মানুষ মাড়ি মড়কের মদ্যি, শোক তাপের মদ্যি বানের পানির মদ্যি খাড়ায়া বিনিঘুমি রাত কাটায়—হ্যাহ, কালাপানির ভয়—ফাঁসীর ভয়—

ওরে দাদারা, ওরে ভাইরা বুহির পাটার কুলের এই বাঁধ কাটে দিতি—কতা কওনা হ্যা—কিছু এটা কও—এই বাঁধ কাটার সাওস তোমারে বুহির পাটার আছে—?

৪র্থ গ্রামবাসী : না আফের বাই, অসুম্ভাব কাম—

৩য় গ্রামবাসী : আমরা তোমারি সাথে নাই—

কেউ-কেউ : বিটিশের সাতে নাড়াই—সব্বনাশ—চোদ্দগোষ্ঠীর জেলের ঘানি টানার বুদ্ধি—

২য় গ্রামবাসী : আর কোন পথ নাই-- ?

আফের : আছে--।

কেউ কেউ : কও, কও—

আফের : যেদিক পানি নাই, যেদিক উলাবিবি চোহে নাই, যেদিক সুকশান্তি আছে, নিজির গাঁও ছাড়ে সেইদিক চলে যাও—বউ ছাওয়ালপ'লের হাত ধরে ভিক্ষে করে খায়ে জানে বাঁচে যাবে। বাজান চলো—

(আফের তার বাবাকে নিয়ে চলে যায়—ঠিক এই সময়ে যতীন ও সতীশ দফাদারের হাঁক শোনা যায় গ্রামবাসী-দের দৃষ্টি সেদিকে যায়। এখানে ঔষধওয়ালা এবং আরেকজন শ্রমিক দফাদারের ভূমিকায় অভিনয় করে)

ঔষধওয়ালা : হুঁশিয়ার—

৫ম শ্রমিক : সাবধান—

ঔষধওয়ালা : আমি সতীশ দফাদার---

৫ম শ্রমিক : আমি যতীন দফাদার---

ঔষধওয়ালা : আদেশ করেছেন জমিদার—

৫ম শ্রমিক : আদেশ করেছেন বিটিশ সরকার—

ঔষধওয়ালা : হেই হ্যানে এত মানুষ ক্যা-ন- ?

৫ম শ্রমিক : বেশী মানুষ বাঁধের পর দাঁড়ায়ে না—গরু ছাগল বাঁধবেনা—একেবারে নিষেধ।

২য় গ্রামবাসী : দফাদার বাবু—

ঔষধওয়ালা : চোপ্—আমাক দফাদার সায়েপ কওয়া লাগবি—আমি বংশিত দফাদার—

৫ম শ্রমিক : ভাগ্—ভাগ্ হ্যানতিন—

৪র্থ গ্রামবাসী : আমরা বানের জলে ভাসতিছি—

ঔষধওয়ালা : তা বান হলি তো ভাসতি হবিই—হ্যানে থাহা জমিদার বাবুর কড়াকড়ি নিষেধ—

৪র্থ শ্রমিক : বাঁধ ভাঙে যাতি পারে—তাহলিই সব্বোনাশ, বাবুর শ্বেত পাথরের বাড়ীৎ নোনা ধরে যাবি—

ঔষধওয়ালা : সেইজন্যি বাঁধের পর হাঁটাচলা ফেরা এহেবারে নিষেধ—বিটিশ সরকারের আদেশ নাব—ভাগ্ ভাগ্ শালারা—

(গ্রামবাসীকে মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়—আফেরের ভোড় চলছে—বুড়ো বসে আছে—কথা বলে আপন মনে।)

বুড়ো : আসমানে বোদর চাঁদ— !

আফের : হহ্—

বুড়ো : আউলে বাউলে বাতাসে পাতারের পানিৎ চাঁদখ্যান ভাঙে যায় চুরে যায় না— ?

আফের : হয় বাজান—

বুড়ো : চিকন বাঁশের বাঁশী কেউ বাজায়না— ?

আফের : মানষির মনে সুক নাই—

বুড়ো : ম্যাঘ আছে না—শনশনা বাতাস বয়—

আফের : সেশ্বা নাই—ম্যাঘের ফাঁহে ফাঁহে তারার ফুল—বাজান—

বুড়ো : আফের—চোখ নাই যার, জান থাকতিই দোজখ বাস তার—

আফের : বাজান তুমি ইট্টু ঘুমায়া লেও তো—

বুড়ো : আমার তো ঘোম আসেনা—যার চোখ নাই তার আবার ঘোম আর জাগ্না—

আফের : বাজান তোমার ঐসব কতা শুনতি আমার ভালো লাগেনা—

বুড়ো : আচ্ছা চুপ করলাম—বুঝলিরে আফের—

যহন তোর মতন বয়েস—তোর দাদা কলো—কিছু এটা কামকাজ কর্—তহন দবিরির দাদার না'র বিবসা রমরমা—ওহ্যানে দাঁড়ির কামে লাগলেম—নাও ছাড়লো আষাঢ়ে—ভরা বর্ষা—দাঁড় টানি আর গায়েন গাই—বাঁশী বাজাই—ম্যাঘ ভাঙে বিষ্টি নাবে—পানির মদ্যি পানি পড়ার শব্দে--মাও জননীর কতা মনে উঠে কাঁদতাম—হায়রে আমার মাও জননী, যত বয়েস বাড়ে—মাও জননী কতার মানে তত বেশী করে বুঝি— (এসময় অন্যান্য শ্রমিকেরা সমবেত ভাবে অত্যন্ত নিম্নস্বরে শব্দ তোলে 'উম'—তারা এ শব্দকে নাটকের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।)

আফের : (আফের কান পেতে কি যেন শোনে) বাজান শুনতিছ্যাও ?

বুড়ো : কি ?

আফের : গাঁও বাঁধার শব্দ—।

বুড়ো : হয়—

আফের : চান্দিক এতো মরা জরা—বাজান, আমার আর ভাল্লাগেনা—

বুড়ো : উলা বিবি যে গাঁয় একবার ঢোহে—সে গাঁরতিন মানুষ ঝাড় দিয়ে নাবা দেয়—

আফের : বাজান, ইয়েরতিন কি কোন রেহাই নাই—

বুড়ো : উলা বিবি সন্তুষ্ট থাকলি—এসব হয়না—

আফের : কোনে থাহে সে— ? আমি তার সামনে একবার যাতি চাই---

বুড়ো : তার তো কোনো ঠিকানা নাই---

রাতির আঁধারে তাক খুঁজতি হয়---যেদি দয়া হয়ে দেহা দেয়---

আফের : তার আকার কি ?

বুড়ো : জানিনে—

আফের : তার রং কি ?

বুড়ো : কিছু জানিনে—

আফের : কি জানো বাজান--- ?

আফের : তিনি যেদি দয়া হয়ে দেহা দেন, তালি মানুষ তাক দেখতি পারে---

(আফের উঠে দাঁড়ায়)

বুড়ো : ভোড়ডা দুলে উঠলো—আফের তুই কি দাঁড়াইছিস নেহি— ?

(আফের কোন কথা বলে না) দাঁড়ের শব্দ নেই---সোঁত যেদিক---ভোড় ভাসে যায়—উজানীর শব্দ নাই ক্যা ? আফের তুই কতা না ক'লি জগৎ সংসারে আমার কিছু থাহেনা---

আফের : বাজান আমি চল্লাম—

বুড়ো : কোনে--- ?

আফের : উলাবিবির সন্ধানে---

বুড়ো : তার ছায়াকায়া কিছু নেই আফের---

আফের : আমার সামনে সে নাই—কিন্তুক বাজান, আমি তো তার সামান আছি---

(আফের লাফ দিয়ে ডাঙায় ওঠে)

বুড়ো : আফের, যাস্‌নে, যাস্‌নে—

(আফের বাঁধ দিয়ে দৌড়ায়ে চলে তার এক হাতে শড়কি)

আফের--আফের--আফের--(বুড়োকে রেখে যেন আফের অনেক দূরে চলে যায়)

আফের : (দৌড়ে চলে) উলাবিবি--আমি তোমার সামনে উলা-

বিবি--দশ গিরামের মানষির পক্ষে আমি আফের তোমার সামনে—দেখা দেও— (আফের তার ছোট বেলা থেকে আজ অবধি বিশেষ বিশেষ ঘটনা স্মরণ করে—তার মনোবল--তার শক্তি সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে।)

আফের : মায়ের কাছে গল্প শুনিছি পাঁচ বছর বয়েসে ডুবি গেছিলাম পানিৎ--মেত্যু যন্তনায় হাঁচরে পাঁচরে যহন ঘোলা করছিলাম পুরস্কিনির পানি—আমর মা জননী ভাবছেলো বড় কোন চিতল মাছ গবর যন্তনায় আছড়াপিছাড় পারে—মাছ ধরব্যার জন্যি নামে পানিৎ-ডুব দিয়ে ঝাপটায়ে ধরে চমকে ওঠে—হাতপাও মানষির মতন এ কোন মাছ—টানে তোলে—পানির উপরে রোদির আলোয় মাছের মুখ দেখে জননী আমার হু হু করে কাঁদে ওঠে—আমি সেই আফের —মরি নাই পাঁচ বছরে—ত্বরাই বটের কেচ্ছা মানষি জানে—নিজির জন্যি কিছু করি নাই আল্লা—পাষন্ড শরীলির মদ্যি দিছ্যাও মহব্বত মায়া—যতবেশী শক্ত দেহা যায় ভেতরে তত নরম—শক্তি দেও আল্লা—দেহা দেও উলাবিবি—সন্তানের মতন তোমার চরণে পড়ে কাঁদি—মা সন্তানের মুখি চাও-মানুষির গাঁও ছাড়ি চলে যাও মা (হঠাৎ থেমে যায়) পার শব্দ কার ? পার শব্দ কার ? হৈ কিডা তুমি, দেহা দেও— দেহা দেও— হায়না ? হায়না পেছু লাগেছে ? ঐ তো চোখ জ্বলে জ্বলে করে—এই তুল্লাম আমার শরকি—হো—ও—ও—ও—ও (আফের হায়না তাড়ায়) (সে সময় দফাদারদের পাহারার আওয়াজ পাওয়া যায়, আফের কান পেতে শোনে) আরেক হায়না চীৎকার দেয়—জগৎ সংসারে তালি মানষের জন্য কি আছে ? খালি হায়না—খালি উলাবিবি—বান খরা মেত্যু জরা—খালি জগমোহন বাগচী ?

একপারে শান্তির দান—নির্ভাবনায় মানুষ ঘোম পারে—উঠোনে উঠোনে ধানের গাদি—আর এই পার ? যদি বাঁধ কাটে দেই—যদি চিকন এটা টান দেই, এই রহম, এই রহম—(সে শড়কির ধারালো অংশ দিয়ে টেনে দাগ দিতে

থাকে) তালে পানি চলি যাবি পয়লা গজাড়ে বিল—গজা-ড়েত্তিন ভেদাগাড়ি—ভেদাগাড়িত্তিন হুরাসাগর—হুরা সাগর হয়া যমুনায়—(পাগলের মত হেসে ওঠে) হে-হে -হে পানির সোঁতে—পাগলা সোঁতে হেই উলাবিবিও ভাসে যাবে—হে-হে-হে তালি আবার জাগে উঠপি মাঠ, আবার গজাবি ধান, গাছের শেহড়েবাহড়ে লাগবি রোদ— আবার জেবন—আবার সুখ-বাজান, (চীৎকার করে তার পিতাকে শুনাতে চায়) আবার জোস্না রাতি চিরলা বাঁশীর সুর— (হঠাৎ তার চোখ পড়ে শড়কিতে টানা দাগের উপর) বাহ, বন্ বন্ বন্ বন্ পাক ধরিছে--- হো হো পানি-আমি ঘুরি তোর নগে---হেই রকম হেই রহম ঘোরণ দে---বন্ বন্ বন্ বন্—চল গজাড়ে বিলি যাই—গজাড়েত্তিন ভেদাগাড়ি—তারপর যমুনায়—আয় আয় (আফের ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে যায়)

৪র্থ শ্রমিক : আফের কি ভাসে গেল নেহি ?

৩য় শ্রমিক : মরে গেল নেহি ?

ঔষধওয়ালা : তা আফেরেক যদি ভাসে যাওয়া কন তালি ভাসে গেছে যদি মরে যাওয়া কন তালি মরে গেছে—যাইগো যাই— 'এটমবম--কিরমির যম—এইবেলা খেলে পরে ঐ বেলা কম'

(ঔষধওয়ালা চলে যায়—সাথে সাথে অন্যান্যরাও)